কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরী, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিংয়ে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কমপিউটার, ব্রতচারী সহ।
২১, কে, বি, বসু রোড, (লরি স্ট্যান্ড, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে), বারাসত, কলকাতা-৭০০১২৪
M - 9836184712 / 8622954332
ফোন : (033)2552-0177

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ৭ পৌষ – ১৩ পৌষ, ১৪২৪ ঃ ২৩ ডিসেম্বর – ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 10, 23 December - 29 December, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

গ্রামোন্নয়নের কর্মযজ্ঞের সার্থক রূপায়ণে অনলসভাবে

গ্রামের মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছে

কালিকাপুর – ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত

কেন্দ্র, রাজ্য ও বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে আই.এস.জি.পি., অনুদান প্রাপ্তিতে কাজ চলছে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, টিউবওয়েল, বিদ্যুৎ, শৌচালয়, পাকা ড্রেন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের

কালিকাপুর– ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতকে নতুন রূপ দিতে বদ্ধ পরিকর

কমলেশ চক্রবর্তী
প্রধান
কালিকাপুর–১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত
সোনারপুর দক্ষিণ বিধান সভা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

গুজরাত নিয়ে তুর্কীনাচন শেয়ার বাজারে, বাজেটে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

সারাদিন ধরে তুর্কীনাচন কাকে বলে তা আরও একবার দেখাল শেয়ার বাজার। যার জেরে সোমবার গুজরাত গণনার দিন বাজার খুলেই চলে যায় একেবারে দিনের সর্বনিম্ন অবস্থানে। আর ছোটখাটো নিচে আসা তো নয়, এ ছিল একেবারে অতল গভীরে ডুব দেওয়া। নিফটি সকাল–সকাল যেখানে খুইয়ে বসে ২৫০ পয়েন্টের বেশি আর সেনসেক্স ৭০০ পয়েন্টের বেশি ওজন ঝরায় অপ্রত্যাশিত এই ফলাফলে। কেন অপ্রত্যাশিত এই ফল? সেটা নিশ্চয়ই বিশদভাবে বোঝাতে হবে না শেয়ার বাজারের অগণিত লগ্নিকারীদের কাছে। আসলে বুথ ফেরত সমীক্ষার যে ছবিটা দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের দ্বারা আমাদের সামনে এসেছিল তাতে এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল বিজেপি শুধু গুজরাত বিজয় নয়, রীতিমতো বড় আকারের জয় পেতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রীর নিজ ভূমিতে। যে রাহুল গান্ধির লড়াইকে বেশ কিছুদিন মিডিয়ায় খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে তুলে ধরা হচ্ছিল তাও কেমন যেন ফিকে পড়ে যাচ্ছিল গত শুক্রবারের এই নির্বাচন পরবর্তী সমীক্ষার পর।

যদিও বাস্তবে বিজেপি সেই কর্তৃত্বের জয় পেল না। তাও ১০০–র মতো আসন পাওয়া, বিশেষ করে ২২ বছর একটানা গুজরাত শাসন করার পরেও যথেষ্ট বলেই হয়তো আপাতত মনে করছে শেয়ার বাজার। তাই প্রাথমিক ঝটকা সামলে দিনের শেষে ভারতের অর্থ বাজার থিতু হয়েছে একটা ভালো উচ্চতাতেই। দিনের যে পিক পয়েন্টে বাজার পৌঁছেছিল সেই ১০,৪৪০–এর কাছাকাছি জায়গাটা হয়তো ধরে রাখতে পারেনি নিফটি। তাও দিনের শেষে ১০,৪০০–র একদম কাছেপিঠে থাকা যথেষ্ট ভালো ফিনিশ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আপাতত আগামী কিছুদিনের পদক্ষেপের ওপর নজর রেখে হয়তো একটা রেঞ্জ বাউন্ড ট্রেডিংয়ের মধ্যে আটকে থাকবে অর্থবাজার। সেক্ষেত্রে ১০,৫০০–র পূর্ববর্তী উচ্চতাকে ছাপিয়ে তার ওপরে যাওয়া নিঃসন্দেহে এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ নিফটির জন্য। গুজরাত পরবর্তী পরিস্থিতি অবশ্য এখন নতুন কোনও দিশা দেখাচ্ছে না। বরং এতে খানিকটা হলেও বেয়াররা নিজেদের সংগঠিত করতে পারবে বলেও মনে করা হচ্ছে। যদিও ১০ হাজারকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলা খুব কঠিন নিফটির জন্য। আবার ১০,৫০০–র ওপর ওঠাও রীতিমতো দুষ্কর। তাহলে এই ৫০০ পয়েন্ট নিয়ে হয়তো এখন চলবে যাবতীয় হার্ডলস বা ধস্তাধস্তি। যদিও গত মাস তিনেকে অভিজ্ঞতা বলছে নিফটির নিচের দিকে সবথেকে বড় সাপোর্টের জায়গা হল ৯৭০০। সেক্ষেত্রে ওপর নিচ মিলিয়ে এই ৮০০ পয়েন্ট হয়ে উঠতে পারে কনসোলিডেশন ফিগার। যদি নিফটি কোনওভাবে ১০,৫০০ পেরোতে সক্ষম হয় তাহলে হয়তো বুল–রা আরও মারকাটারি দেখাতে পারে। আর তা না হয়ে যদি ১০ হাজার এমনকি ৯৭০০ ভাঙে বেয়ারদের শক্ত আঘাত তাহলে বাজারের কপালে অন্তর্বর্তীকালীন দুঃখ ধেয়ে আসতে পারে।

গুজরাত ভোটের ফল যদি বিজেপির পক্ষে বেশ ভালোভাবে আসত তাহলে এর প্রভাব নিশ্চিত ভাবে পড়ত আসন্ন বাজেটে। সেক্ষেত্রে সংস্কারমুখী বাজেট করার দিকে আরও এককদম এগিয়ে থাকত বিজেপি তথা এনডিএ সরকার। সেটা হল না। বিজেপি ১০০–র মতো আসন পেলেও একে কানঘেঁষে বেরনো ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাতে হল কি ২০১৮ তে যেসব রাজ্যে বিধানসভা ভোট রয়েছে সেখানে ভালো ফল করার ব্যাপারে অনেক কৌশলী হতে হবে বিজেপিকে। গুজরাতের ফল সেদিক থেকে মোদী–অমিত শাহ জুটির কাছে একটা বড় শিক্ষাও বটে। তাই ২০১৮–র বিভিন্ন বিধানসভা নির্বাচন ও সর্বোপরি ২০১৯–এর লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে বেশি আক্রমণাত্মক হতে পারবে না বিজেপি। বিশেষ করে আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে অনেক মেপেঝেঁপে এগোতে হবে গেরুয়া ব্রিগেডকে।

সংস্কারমুখী বাজেট না হয়ে তাই এই আর্থিক বাজেট হয়ে উঠতে পারে ভোটমুখী জনমুখী বাজেট। যাকে আড়ালে আবডালে সস্তার গিমিক বলে দুর্নামও করা হয়ে থাকে। কে না জানে অর্থ বাজার কখনই এই ধরনের জনমুখী বাজেটকে আমল দেয় না। অর্থ বাজার সংশ্লিষ্ট লগ্নিকারী তথা বিভিন্ন ফান্ড হাউজ পক্ষপাতী সংস্কারমুখী বাজেটের। বলাবাহুল্য এই পছন্দটা দেশি–বিদেশি সবধরনের ফান্ডের। যদি ভোটের কথা ভেবে সরকার সেদিকে হাঁটে তাতে হয়তো রাজনৈতিকভাবে তারা লাভবান হবে। কিন্তু সংস্কারহীন বাজার পতনের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বপণ করবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ ডিসেম্বর – ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৭

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন। অগ্রগতির পথে সময়টি শুভদায়ক। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ বিদ্যমান। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

বৃষ : কর্মস্থলে কাজের দায়িত্ব বেড়ে যাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা আসবে। কিন্তু আপনি জয়ী হতে পারবেন। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

মিথুন : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। উপযাচক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে সম্মান বজায় রেখে চলতে পারবেন কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। গোপন শত্রুর যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কর্কট : যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মনকে শক্ত করুন এবং ধৈর্য ধরে চলুন আপনার জয় অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষায় সফলতা পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। গৃহভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কে শুভফল পাবেন।

সিংহ : মনকে সংযম রাখার চেষ্টা করুন। চঞ্চলতা না কমালে কোন কাজে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কন্যা : খুব চিন্তা ভাবনা করে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্ব মূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকবে না। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। পায়ের ব্যাথায় কষ্ট।

তুলা : সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময় ভাল বলা যায়। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয়ে আপনি আনন্দ পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। অন্যের কথায় নিজেকে বিলিয়ে দেবেন না। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলুন।

বৃশ্চিক : ধৈর্য হারাবেন না। মনকে শক্ত করুন, আপনি সাফল্য পাবেন, কর্মে পদোন্নতির যোগ, সন্তান–সন্ততি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বাধা থাকলেও অর্থ পাবেন।

ধনু : যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, খাওয়া–দাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। আগে পেছনে চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হবেন। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। সকলের সঙ্গে মিশবেন কিন্তু বেশি গভীরে যাবেন না।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে মোটামুটি ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আছে কিন্তু বাধা সরে যাবে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। আয় পূর্বের তুলনায় সামান্য বাড়বে। অসাধু সঙ্গ ত্যাগ করবেন।

কুম্ভ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দৈব–দুর্ঘটনা ও প্রতারনার যোগ রয়েছে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ ঘটবে।

মীন : আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। চোখের পীড়ায় ও মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ভালো ফল পাবেন। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে, বায়ুরোগে কষ্ট পাবেন।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে ১০০ ফরেক্স অফিসার ও ইন্টিগ্রেটেড ট্রেজারি অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০০ জন ফরেক্স অফিসার ও ইন্টিগ্রেটেড ট্রেজারি অফিসার নেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল টু'য়ে।

ফরেক্স অফিসার : শূন্যপদ ৫০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় ব্যাচেলার্স বা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। ফিনান্সে স্পেশালাইজেশন–সহ এমবিএ অথবা বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা থাকলে অথবা আই আই বি এফ থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জের সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার। কোনও ব্যাঙ্কের ফরেন ট্রেড ফিনান্স অপারেশনস বিভাগে অন্তত স্কেল–ওয়ান পদে ২ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ২৩ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন ক্রম : ৩১,৭০৫–৪৫,৯৫০ টাকা।

ইন্টিগ্রেটেড ট্রেজারি অফিসার : শূন্যপদ ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিনান্স বা ম্যাথামেটিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্স বা কমার্সের ব্যাচেলার্স বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ এম বি এ বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করা থাকলে অগ্রাধিকার। এম এস এক্সেল বা ওয়ার্ড প্রসেসিং সহ কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। ট্রেজারি বা ব্যাঙ্ক অথবা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অফিসার ক্যাডারে অন্তত ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ৩১,৭০৫–৪৫,৯৫০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.unionbankofindia.co.in ১৩ জানুয়ারির মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে। ফি–ও জমা দিতে হবে এই তারিখের মধ্যেই। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

কাজের খবর

রাজ্য সরকারি প্রকল্পে পাবলিক হেলথ ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিবেদন : পাবলিক হেলথ ম্যানেজার পদে ৫৭ জন কর্মী নেবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশনে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর SHFWS/2017/126.

মোট শূন্যপদ : ৫৭টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি–এ ৭, ও বি সি–বি ৪, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৩)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডেন্টাল বা নার্সিংয়ে স্নাতক। অথবা বটানি বা জুলজি বা হিউম্যান ফিজিওলজি বা মাইক্রো বায়োলজি বা বায়োকেমিস্ট্রি বা বায়োটেকনোলজি বা বায়োইনফর্মেটিক্স বা ইকনমিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা সোশ্যাল সায়েন্সে স্নাতক, সঙ্গে পাবলিক হেলথ বা কমিউনিটি হেলথ বা প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিনে স্নাতক। অথবা যে–কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে হিউম্যান রিসোর্স বা হেলথ কেয়ারে স্পেশ্যালাইজেশনসহ এম বি এ। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা এবং এম এস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যাবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–৪–২০১৭ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। সরকারি নিয়মানুনারে সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থরা বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা।

শিক্ষগত যোগ্যতা এবং কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে কম্পিউটার টেস্টের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhealth.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। দুই পর্যায়ে দরখাস্ত করতে হবে। প্রথমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন। অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো এবং সই আপলোড করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০) টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। অফলাইনে ফি দিতে চাইলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ই–চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। ফি জমা দেওয়ার ২টি কাজের দিনের পর দরখাস্ত সাবমিট করতে হবে। দরখাস্ত সাবমিটের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ৮১৩টি পদে নিয়োগ

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, লাইব্রেরিয়ান এবং স্টেনোগ্রাফার

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, লাইব্রেরিয়ান এবং স্টেনোগ্রাফার পদে ৮১৩ জন কর্মী নেবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন। নিয়োগ হবে এই সংস্থার বিভিন্ন স্কুলে। প্রার্থী বাছাই করবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন। নিয়োগ হবে এই সংস্থার বিভিন্ন স্কুলে। প্রার্থী বাছাই করবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন কর্তৃপক্ষ। ২ বছরের প্রবেশন। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৩।

যাঁরা ২০১৫ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১০ অনুসারে আবেদন করেছিলেন তাঁরা পুনরায় আবেদন করবেন না। তবে তাঁরা অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপডেট করতে পারেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.kvsangathan.nic.in

শূন্যপদের বিবরণ : লোয়ার ডিপিশন ক্লার্ক : ৫৬১টি (সাধারণ ২৮৪, তফসিলি জাতি ৮৪, তফসিলি উপজাতি ৪২, ও বি সি ১৫১)। এর মধ্যে ৬টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত এবং ৫টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ কম্পিউটারে টাইপ করার দক্ষা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি হিন্দী ভাষা এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারে জ্ঞান থাকতে হবে।

বয়স : ৩১–১–২০১৮ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা

লাইব্রেয়িন : ২১৪টি (সাধারণ ১০০, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ৩০, ও বি সি ৫৪)। এর মধ্যে ৩ টি শূন্যপদ অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৭টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : লাইব্রেরি সায়েন্সে এক বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ৩১–১–২০১৮ তারিখে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা।

স্টেনোগ্রাফার গ্রেড টু : ৩৮টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১০)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত এবং দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে মিনিটে ৮০টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স : ৩১–১–২০১৮ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা।

সরকারি নিয়মানুসারে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

বয়সে তফসিলিরা ৫, ও বি সি রা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং লাইব্রেরিয়ান পদে মহিলা আবেদনকারীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্কিল টেস্ট, টাইপিং টেস্ট, কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা (সেন্টার কোড ৪৫)। স্টেনোগ্রাফার এবং লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড কম্পিউটার লিটারেসি, লজিক্যাল রিজনিং, কম্পিউটার লিটারেসি এবং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘন্টা।

লাইব্রেরিয়ান পদের ক্ষেত্রে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল হিন্দি, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, রিজনিং অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। সময়সীমা ৩ ঘন্টা। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের।

স্টেনোগ্রাফার পদের ক্ষেত্রে স্কিল টেস্টে ১০ মিনিট ধরে দেওয়া ডিক্টেশন মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে শর্টহ্যান্ডে লিখে শর্টহ্যান্ডে ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে বা হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.kvsangathan.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি। প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের পর লগ–ইন আই ডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো এবং কালো কালিতে করা সই আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৭৫০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন। সাবমিট করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কবে কোন পরীক্ষা

রেফারেন্স : এ ডি ভি, ১–৪–২০১৭ তারিখ অনুসারে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলিতে শিক্ষক/শিক্ষিকার নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ৩১ ডিসেম্বর। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.kmcgov.in

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা পরিচালিত ২০১৮–র ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) এক্সামিনেশন ৭ জানুয়ারি। পরীক্ষার ই–অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাচ্ছে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.upsc.gov.in

শব্দবার্তা ৫৯

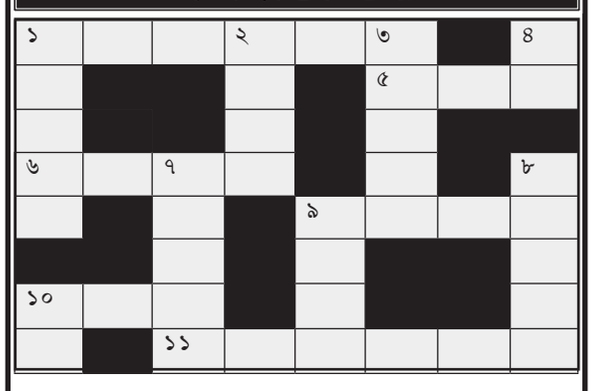

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিধিব্যবস্থা। ৫। স্বামীর কণিষ্ঠ ভ্রাতা ৬। তেজস্বী, দৃপ্ত ৯। পায়ে হেঁটে যাওয়া ১০। (আল.) সারমর্ম ১১। রূপমুগ্ধ চোখ।

উপর–নীচ

১। বাধার সৃষ্টি করা ২। কার্যনির্বাহক সভা বা পরিষদ ৩। শ্রীচৈতন্যদেব ৪। হিন্দুদের এক পদবি ৭। যোগসাধনের আসন বিশেষ ৮। যুবরাজ ৯। 'নানা ভাষা নানা মত নানা —' ১০। স্বর্ণ, সোনা।

সমাধান : শব্দবার্তা ৫৮

পাশাপাশি : ১। ভূয়ো দর্শন ৪। দিনরাত ৬। ছেলে ৯। প্রশ্ন ১০। নিমক ১১। দেবতা ১২। জ্ঞান ১৩। পণ ১৪। পদকার ১৬। তালপুকুর।

উপর–নীচ : ১। খাদি ২। ভূত ৩। নকল করা ৫। রণোপ্রতাপ ৭। লেনিনবাদ ৮। স্বাদেশিকতা ১৪। পর ১৬। রসো।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ৭ পৌষ – ১৩ পৌষ, ১৪২৪ ঃ ২৩ ডিসেম্বর – ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 10, 23 December - 29 December, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : তাৎক্ষণিক তিন তালাককে আগেই অবৈধ বলে

রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বাকি ছিল শাস্তি বিধান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিন তালাক দেওয়ার অপরাধে ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়ার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। এবার সংসদে পেশ হবে বিল। তারপর আইন।

রবিবার : ট্রাম্প প্রশাসনের ভিসা অনীহার জেরে আমেরিকার

দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ভারতীয়রা। এক রিপোর্ট বলছে এই বছরের প্রথম ছমাসে ভারতীয়দের আমেরিকা পাড়ি কমেছে ১৩ শতাংশ। পরের তিন মাসেও আরও কমেছে হিসাব। তবে শীঘ্রই এই চিত্র বদলাবে বলে আশা মার্কিন প্রশাসনের।

সোমবার : বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে অভিনন্দন

জানিয়েছেন বিএসএফের ডিজি কেকে শর্মা। বিএসএফ জানিয়েছে ভারতীয় তালিকা মেনে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমস্ত ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে বাংলাদেশ।

মঙ্গলবার : পাকিস্তানকে এড়িয়ে রাশিয়া সহ মধ্য এশিয়ার দেশগুলির

সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে ১৭ বছর চেষ্টার পর আগামী জানুয়ারিতে চালু হচ্ছে মুম্বই–মস্কো করিডর। চিনা প্রভাব মোকাবিলার ক্ষেত্রে এই করিডর ভারতকে বিশেষ সুবিধা দেবে বলে জানিয়েছে সাউথ ব্লক।

বুধবার : অর্থাভাবে জর্জরিত রাজ্য সড়কেই আটকে আছে

রাজ্যের বিনিয়োগ। এই নির্মম সত্যটাকে উপলব্ধি করে এবার রাজ্য সড়কেও টোল ট্যাক্স চালু করতে চলেছে মমতা সরকার। জাতীয় সড়কের টোল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই টোলের হার।

বৃহস্পতিবার : গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ফাঁসির সাজা প্রাপ্ত

পাকিস্তানের জেলে বন্দি কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে মা ও স্ত্রীকে দেখা করার অনুমতি মিলেছে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। ভিসাও দিয়েছে পাকিস্তান।

শুক্রবার : পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সারদা ও নারদ নিয়ে অনেক

নাড়াচাড়া হলেও সিবিআই বা ইডির মতো সংস্থাগুলি যে সেভাবে তৎপরতা দেখাতে পারেনি তা বারবার শিরোনামে এসেছে। এবার ২–জি স্পেকট্রাম কাণ্ডেও নিজেদের ব্যর্থতা ফের তুলে ধরল এই দুই সংস্থা। যার জেরে বেকসুর খালাস কানিমোঝি ও এ রাজা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

যুবরাজকে পাত্তা না দিয়ে

এক লাইনে তৃণমূল–সিপিএম

পার্থসারথি গুহ

২০১৮–এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার পর একেবারে ২০১৯–এর লোকসভা ভোট। এর আগে নিজেদের রণকৌশল রীতিমতো মেপে নিয়ে এগোতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। তাই হুটোপুটি করে নেওয়া সিদ্ধান্ত বা তাৎক্ষণিক আবেগের বশীভূত না হয়ে শেষ পর্যন্ত বলের লাইনে গিয়ে খেলার মতো স্ট্র্যাটেজি নিতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। বলাবাহুল্য, তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই এই পদক্ষেপ নিচ্ছে তৃণমূল। এই সমীকরণের অঙ্গ হিসেবে আপাতত বিজেপি ও কংগ্রেস দুটি দলের সঙ্গে একটা সমদূরত্ব নিয়ে এগোতে চাইছে ঘাসফুল ব্রিগেড। এর মধ্যে অনেকগুলি যুক্তি কাজ করছে। যার কিছুটা দুয়ে–দুয়ে চার হওয়ার মতো নিছক রাজনৈতিক দিশার ওপর নির্ধারিত হচ্ছে। আবার অনেকগুলি যুক্তি–তর্ক সাজানো হয়েছে অঙ্কের বাইরের সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে যা কখনই সাধারণ মানুষের বোধোগম্য হয় না। তবে মুকুল রায় (যিনি এখন বিপক্ষের এ রাজ্যের প্রধান সেনাপতিও বটে) পরবর্তী জমানায় ঘাসফুল পরিবার যে অনেক সতর্ক সেটা তাদের হাবেভাবে পরিস্কার হচ্ছে।

মুখে বিজেপি তথা মোদী–অমিত শাহের বিরুদ্ধে রণংদেহী মনোভাব বজায় রাখলেও খাতায় কলমে উগ্র বিরোধিতা নাও করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে পৃথকভাবে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে দলীয় সাংসদরা বিক্ষোভ দেখালেও কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোনও ওয়াক–আউট বা অন্য আন্দোলনে সামিল হতে নারাজ তৃণমূল।

রাহুল গান্ধি কংগ্রেস সভাপতির পদে আসীন হওয়ার পর থেকে তৃণমূল যেন কংগ্রেসকে খানিকটা এক পঙক্তিতে ফেলতে চাইছে। এমনকি গুজরাটে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের সমানে সমানে টক্করের পরেও কংগ্রেস নিয়ে কেমন যেন একটা অনীহা কাজ করছে। রাজনৈতিক মহলের ধারনা এ রাজ্যের বিগত বিধানসভা নির্বাচনে যেভাবে সিপিএমের সঙ্গে জোট গড়ায় উদ্যোগী হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি, যেভাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক বিশাল মালার বন্ধনীতে আবদ্ধ হয়েছিলেন কংগ্রেসের তৎকালীন যুবরাজ তা আজও ভুলতে পারেন নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তিনি সোনিয়া গান্ধির প্রতি নরম। একইভাবে কংগ্রেসের অন্দরে কান পাতলে শোনা যায় সিপিএম তথা বামেদের সঙ্গে জোট হোক সেটা কোনওভাবেই চান নি সোনিয়াও। যদিও সেসময় রাহুলকে সেভাবে আটকাতেও পারেননি তিনি। কংবাম হাঁসজারু জোটের ভরাডুবির পর অবশ্য রাহুলও অনুধাবন করতে পেরেছেন তাঁর ভুলের কথা। যে মডেলে অহি–নকুল লালু–নীতিশকে এক করা গিয়েছিল তা যে বাংলায় চরম ব্যর্থ হবে সেটা বুঝতে পারেনি আনকোরা রাহুল। যদিও গুজরাট পরবর্তী রাহুল গান্ধি এখন অনেকটাই অন্যরকম। তাছাড়া সোনিয়া গান্ধিও চাইছেন মমতার সঙ্গে যেন সখ্যতা বজায় রেখে চলে রাহুল।

কংগ্রেসের অন্দরে এমন বোলচাল হলেও এখনই হাতকে নিয়ে মাতামাতি করতে রাজি নন মমতা। বরং তিনি অনেক বেশি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখছেন রাহুলের সঙ্গে সিপিএমের হালফিল যোগাযোগের দিকে। আবার রাজনৈতিক রসায়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে এরাজ্যে জমি ছাড়লে নিজেদেরই শক্তি ক্ষীণ হবে বলে মনে করে তৃণমূল। যদিও তৃণমূলের যে নিজস্ব ভোট ব্যাঙ্ক রয়েছে তা মূলত বিজেপি বিরোধিতার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে রাজ্যে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকলে লাভ তৃণমূলের। এভাবেই পঞ্চায়েতের বৈতরণী পার করতে চাইছে টিম মমতা। আর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আগবাড়িয়ে কোনও জোট না গড়ে ভোটপরবর্তী অবস্থান নেওয়ার পক্ষপাতী ঘাসফুল হাইকমান্ড। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস ও বিজেপির থেকে সমদূরত্ব রাখার একই নীতি পোষণ করে রাজনীতিতে মমতার চরম বিরোধী সিপিএমও। এরাজ্যে সিপিএমের কিছু নেতার যতই প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ভাবভালোবাসা থাকুক না কেন তাকে মোটেই আমল দিতে চান না প্রকাশ কারাটের নেতৃত্বাধীন সিপিএমের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। এর পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করলেও কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী সুপ্রিমো মমতা। দলের ভার যেহেতু তাঁর পর ভাইপো অভিষেকের হাতে যাচ্ছে তাই এখনই চরম অবস্থানে না গিয়ে তুলনামূলক মধ্যপন্থা নিতে চাইছে বাংলার অগ্নিকন্যা।

অবৈধ দখলদার নিয়ে প্রশাসন উদাসীন

হাবড়া

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন শহরের প্রাণকেন্দ্রে রাস্তার দু'পাশের অস্থায়ী দোকান বা অবৈধ দখলদার বা তথাকথিত হকাররাজ নিঃসন্দেহে এক অগ্নিগর্ভ সমস্যা। বাম আমল থেকে জাঁকিয়ে বসা এইসব অবৈধ দখলদাররাও কালে কালে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পরে তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন হকার বসেছে রাস্তার দুপাশের জায়গা অবৈধভাবে দখল করে। এতে সমস্যা আরও বেড়েছে। রুটি–রুজির মত স্পর্শকাতর বিষয়কে ঢাল করে রাস্তার পার্শ্ববর্তী ফুটপাতগুলি এভাবে অবৈধ দখলদারদের দখলে চলে যাওয়ায় নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে নিত্যযাত্রী ও পথচারীদের। সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক যানজট সমস্যাও। দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে জরুরিকালীন রোগী–সহ স্কুল–কলেজ ছাত্রছাত্রী ও অফিসযাত্রীদের। উত্তর চব্বিশ পরগনার এরকমই একটি এলাকা হল হাবড়া শহর। এই শহরের প্রাণকেন্দ্র দিয়ে চলে যাওয়া জাতীয় সড়ক যশোর রোড। হাবড়া রেল স্টেশনের নিকটস্থ শিয়ালদহ অভিমুখের ১ নম্বর রেলগেট থেকে জয়গাছি পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার জুড়ে রাস্তার দুপাশের ফুটপাত চলে গিয়েছে এইসব অবৈধ দখলদারদের দখলে। অনেক ক্ষেত্রেই তা ফুটপাত ছাড়িয়ে উঠে এসেছে প্রায় রাস্তার উপরে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ধান কেনায় দুর্নীতি রুখতে নয়া পদক্ষেপ সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিনক্ষণ স্থির করে কৃষককে ডেকে কৃষি আধিকারিক ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নির্ধারিত দামে ধান কেনাই সরকারি নিয়ম। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই নিয়ম ফিকে হয়ে গেলেও পরিবর্তনের পর তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর ফের উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিয়মের বেড়াজাল। ৫ বছর কাটতে না কাটতে ফের ধান কেনার উঠানে বাসা বাঁধে ফড়ে ঘুঘুর দল। গতবছর ধান কেনার পদ্ধতি নিয়ে অভিযোগ ওঠে ব্যাপক দুর্নীতির। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ঘুরে দেখা যায় বড় বড় মিল মালিক, অসাধু সমবায় সমিতি, লোভী কৃষি আধিকারিক ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিগমের দুর্নীতিগ্রস্থ কর্তাদের যোগসাজসে প্রকৃত কৃষককে এড়িয়ে অফিসে বসে খাতায়–কলমে ধান কিনে কিভাবে লোপাট হয়েছে কুইন্টাল

প্রতি কৃষকের প্রাপ্য রাহা খরচ। কৃষকদের ভাতে মারার এই দুর্নীতির বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় আলিপুর বার্তার পাতায়। কৃষি দফতরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ যে মোটেই অমূলক ছিল না তা প্রমাণ হল সরকারি পদক্ষেপে। গত বছরের খোলা নলচে বদলে এবারে ধান কেনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সমবায় দফতরের ইন্সপেক্টরদের। তারা মহকুমায় গিয়ে ধান কেনার তদারকি করতে শুরু করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

একচ্ছত্র ক্ষমতা

ব্যাক স্ট্রোক
ওঙ্কার মিত্র

একচ্ছত্র ক্ষমতা কোনও দিনই সুনাম করতে পারে নি। সে পৌরাণিক যুগের মুনি–ঋষিদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাই হোক বা শাসকের রাজনৈতিক ক্ষমতা। সীমাহীন ক্ষমতা মানেই অহং। অহং মানেই দুর্বলের উপর সবলের দাপাদাপি। ক্ষোভ–বিক্ষোভ। অবশেষে পতন। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক লড়াইতে যাকে বলে 'অ্যান্টি ইনকামবেন্সি' বা 'অ্যান্টি এসট্যাবলিশমেন্ট' জনমত। তাই ঠাকুর বলতেন ক্ষমতা ধারণের উপযুক্ত আধার চাই। ভাল আধার না হলে ক্ষমতার বিপুল শক্তি এদিক ওদিক পড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

হিমাচল প্রদেশ ও গুজরাতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক লড়াইতেও একচ্ছত্র ক্ষমতাকে খর্ব করেছে জনমত। হিমাচলে ক্ষমতার বদল হয়েছে আর গুজরাতে কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছে শাসক দল। গুজরাতের রায় : কড়া বিরোধী চাই। ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা ধরে রাখায় রেকর্ড করেছে পশ্চিমবঙ্গ। ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর পতন যখন হল তখন নখদন্তহীন নির্জীব দলে পরিণত হয়েছে সিপিএম তথা তাদের লেজুর বামদলগুলি। অবশ্য অতীত কিংবা বর্তমান কোনও কালেই শিক্ষা নেয় নি ক্ষমতান্ধ শাসক। ফলে বার বার ফিরে ফিরে আসে একই ছবি।

এটাই ক্ষমতার ট্রেন্ড। এখন বিরোধীদের যুগ। শিক্ষার হার যত বাড়ছে ততই রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতে বুঝতে পারছে একচ্ছত্র ক্ষমতা ভয়ঙ্কর। কথায় আছে যেই যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। ভারতবাসীর এখন একটাই চাওয়া। বিধানসভাগুলি যেন লঙ্কায় পরিণত না হয়।

এরসঙ্গে ক্ষমতান্ধতাকে আরও রসদ জোগায় তথাকথিত পরিবারতন্ত্র। সে পরিবারতন্ত্র যে কি একপেশে হতে পারে তা এদেশের জনগণ দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করেছে। বস্তুত একটি রাজনৈতিক পরিবারকে এতটাই তোল্লাই দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে যে মনে হয়েছে আর কোনও নেতা বা রাষ্ট্রনায়কের যেন জন্মই হয়নি এদেশে। বলাবাহুল্য, শুধু একটি বিশেষ পরিবারের ঢক্কানিনাদই নয়, অন্য বীরনায়কদের স্মৃতি পর্যন্ত মুছে দেওয়ার চক্রান্ত চলেছে এই একচেটিয়া রাজত্বে। যথারীতি তার ব্যুমেরাংও শুরু হয়েছে গত কবছরে। আর এটা সংগঠিত হয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবেই কালের অমোঘ নির্দেশে। সুতরাং এই সময় হয়তো সব রাষ্ট্রনায়কদের মূল্যায়ণ সেভাবে হচ্ছে না, তাও পরিবারতন্ত্র যে দিকটা অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল তা উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। সুতরাং ক্ষমতায়ন যেন কখনও অন্ধত্বের শিকার না হয়, সেটা দেখা জরুরি সব ক্ষমতাসীন শক্তিরই। তবেই বেঁচে থাকবে গণতন্ত্র, লালিত হবে ভবিষ্যত।

শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল

১০০ দিনের কাজে চললো গুলি

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ ১০০ দিনের কাজ নিয়ে শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার ১নং জালাবেড়িয়া। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার সকালে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে এলাকার তৃণমূলের মাদার কমিটি ও যুব কমিটির মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। কার দায়িত্বে কাজ হবে সেই নিয়ে গন্ডোগোলের সুত্রপাত। ইতিমধ্যে গন্ডোগোল চরম আকার নিলে হঠাৎই গোলাগুলি শুরু হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় মানুষের দাবি গন্ডোগোলের মাঝে শাসক দলের উভয় গোষ্ঠী ১২ রাউন্ড গুলি চালায়। গোলাগুলি চলায় স্থানীয় লোকজন সহ ১০০দিন কাজের শ্রমিকরা পালিয়ে যায়। যদিও ঘটনায় কোন হতাহত হয়নি।

কুলতলি ব্লক যুবতৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গণেশ মন্ডল বলেন ১নং জালাবেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের উদ্যোগে জামতলা ঠাকুরাণি নদীর কাছে ১০০ দিনের কাজের মাটি কাটার কাজ চলার সময় কিছু দুষ্কৃতী কাজ বানচাল করার জন্য একটা হালকা গন্ডোগোল পাকিয়ে ১২ রাউন্ড গুলি চালায়। পরে ঘটনাস্থলে কুলতলি থানার পুলিশ আসলে সবাই পালিয়ে যায়। পুলিশ কনক নস্কর নামে এক দুষ্কৃতীকে আটক করেছে।

অন্যদিকে কুলতলি ব্লক তৃণমূলের মাদার কমিটির সভাপতি গোপাল মাঝি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন গোলাগুলির খবর ভুয়ো সামান্য একটা গন্ডোগোল হয়েছিল ও ব্যাপারে বিডিও সাহেব জানেন। আমার কিছু জানা নেই। অন্যদিকে কুলতলির বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রতন কুমার নস্কর অভিযোগ জানিয়ে বলেন এলাকা দখল নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল প্রায়ই চলছে এবং এলাকায় উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি করছে। প্রশাসনের উচিৎ এলাকায় শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কড়া পদক্ষে নেওয়া।

সাধু–সন্তদের অভিমত হরিদ্বার–বারানসীর থেকেও

গঙ্গাসাগরের মকরস্নানই সর্বোত্তম

কুনাল মালিক, হরিদ্বার : হিন্দুধর্মে আছে গঙ্গা ব্রহ্মপদ লাভের পথ। মৃত ব্যক্তির অস্থিও তাঁর স্পর্শে শুদ্ধ হয়ে যায় এবং স্বর্গলাভ হয়। গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাস্পর্শ ও গঙ্গাস্নান— এ তিনেই সমস্ত পাপ ক্ষয়, জীবের মুক্তি। হিন্দুদের এই বিশ্বাস চিরন্তন। ভারতাত্মা মা গঙ্গা উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে সমতলে মিশেছে। হিমালয় থেকে বরফগলা স্রোতস্বিনী গঙ্গায় পুণ্যস্নান করার জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন হরিদ্বারে আসছেন। ২০১০ সালে এই হরিদ্বারে মহাকুম্ভের সময় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড় দেখেছি। এবারে অত মানুষ না দেখলেও, হর–কি–পৌড়ি ঘাটে সন্ধ্যা আরতির সময় তিল ধারণের জায়গা নেই। সুভাষঘাট, বিষ্ণুঘাট, কুশাবর্ত ঘাট, হর–কি–পৌড়ি তীর্থস্থান। কারণ অধিকাংশ পুণ্যার্থীই বাঙালি। সকলেই এসেছেন ব্রহ্মকুণ্ড কিংবা কোনও ঘাটে পুণ্যস্নান করে মোক্ষ লাভ

করতে। অবশ্য পুণ্য লাভের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের জন্য হৃষিকেশ, মুসৌরী কিংবা কনখল বেড়ানোও বাড়তি এনার্জি দেবে।

কিন্তু হরিদ্বারের সাধু–সন্ত–মহন্তরা জানালেন, হরিদ্বার–এলাহাবাদ, বারানসী–উজ্জয়িনী–নাসিক যেখানেই স্নান করুন, সর্বোত্তম পুণ্যস্নান হয় বাংলার গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির লাগোয়া সাগর সঙ্গমে।

হর–কি–পৌড়ি ঘাটের সংলগ্ন সুভাষ ঘাটে কথা হচ্ছিল জুনা আখড়ার নাগা সন্ন্যাসী লছমী নারায়ণ পুরীর সঙ্গে। তিনি জানালেন– 'কাহাবত' আছে 'সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার'। সাগর রাজার ৬০,০০০ পুত্রকে ছাই করে দিয়েছিলেন কপিল মুনি। সাগর দ্বীপে তাদের ছাই ভস্মে গঙ্গাকে এনে উদ্ধার করেন ভগীরথ। প্রতি মকর সংক্রান্তিতে পুণ্যলগ্ন আসে। সমুদ্র হল পিতা, নদী হল মাতা। তাদের মিলন বা সঙ্গম স্থল হল সাগর। তাই সব তীর্থের থেকে মকরসংক্রান্তিতে সাগরসঙ্গমে ডুব দেওয়া মানে সব পাপ থেকে মুক্ত হওয়া।

আর এক নাগা সন্ন্যাসী ছাবিরাম পুরী বলেন, সব তীর্থেরই কিছু মাহাত্ম্য আছে। তাই মানুষ ছুটে আসেন। হরিদ্বারেরও আছে। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে ব্রহ্মা প্রথম গঙ্গাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাছাড়া সমুদ্র মন্থনের অমৃত এই ব্রহ্মকুণ্ডে পড়েছিল। তাই ১২ বছর অন্তর মহাকুম্ভ হয় হরিদ্বারে। তবে গঙ্গাসাগরের মকরসংক্রান্তিতে পুণ্যস্নান সর্বোত্তম। হরিদ্বারের ভোলাগিরি আশ্রমের মহানন্দ সরস্বতী মহারাজ একই মত প্রদান করেছেন।

তাই গঙ্গাসাগরের কয়েকদিন আগে থেকেই সারাদেশ থেকে সাধু–সন্ত–নাগাদের ভীড় উপচে পড়ে কপিলমুণির মাহাত্মবিজড়িত গঙ্গাসাগরে। শুধু একটাই অপেক্ষা পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য ডুব। সারাদেশ বিদেশের পুণ্যার্থীরাও ব্রহ্মপ্রাপ্তির ডুব দিতে আসে বাংলায় সত্যিই বাংলার গর্ব। তাই এখন সাজসাজ রব বাংলায়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২৩ ডিসেম্বর – ২৯ ডিসেম্বর

রাজস্থান অপরাধীদের ‘রাম রাজ্য’, আর আমার রাজ্য স্বর্গ রাজ্য!

নির্মল গোস্বামী

রাজস্থানে লাভ জেহাদের বলি আমাদের রাজ্যের ছেলে। খুনের নৃশংসতা দেখে সারা দেশ শিউরে উঠেছে। নিন্দার ভাষা নেই। লজ্জা ঢাকার আবডাল নেই। আমরা শুধু ছিঃ ছিঃ করে বলতে পারি এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সজ্ঞার মতো ঘটনার অভিঘাত কিন্তু ‘‘শেষ হয়েও হয় নাই শেষ।’ মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিরোধী দলের নেতারা দলে দলে বাড়িতে গিয়ে যেভাবে তার পরিবারের প্রতি সহানুভূতির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন তা কতটা মানবিক আর কতটা রাজনৈতিক তা নিয়ে সন্দিহান হতে হয়। ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতায় মোমবাতি মিছিল হয়েছে। সঠিক পদক্ষেপ। প্রতিবাদের শহরের সঠিক চরিত্র আর একবার উঠে এলো।

কিন্তু সত্যিই কি প্রতিবাদের নিরপেক্ষ চরিত্র আছে আমাদের রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবীদের? গত সেপ্টেম্বর মাসে নদিয়ার বাসিরুল শেখকে চোর সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। নির্যাতনের সময় তাকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এককালীন ৩ লাখ টাকা, অন্য সদস্যদের চাকরি বা ছোটদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন বলে শোনা যায়নি। সিপিএম–এর পক্ষ থেকে কোনও নেতা গিয়ে সমবেদনা জানিয়ে ছিল বলেও খবর বের হয় নি। অধীর চৌধুরী বাড়িতে গিয়ে লাখ টাকা দিয়ে এসেছেন এ ছবি দূরদর্শনের পর্দায় ভেসে ওঠেনি। প্রশ্ন হল কেন? দুজনেই এই রাজ্যের ছেলে দুজনের ভিনরাজ্যে গিয়ে বিনা দোষে অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। আবার দুজনেই সংখ্যালঘু পরিবারের। তাহলে দুজনের পরিবারের প্রতি দুবছর ব্যবহার হল কেন? কেন বসিরুলের বেলায় রাজপথে বাংলার যুবরাজ জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে সাঙ্গপাঙ্গ, উমেদার, তাবেদার, লোক লস্কর নিয়ে হাঁটলেন না?

পাঠকগণের বিভ্রান্তি কাটাবার জন্য বলি যে দুটো ঘটনা দুই রাজ্যে ঘটেছে। বসিরুলের মৃত্যু ঘটেছিল কর্ণাটকে আর একজনের মৃত্যু হয়েছে যে রাজস্থানে, সেখানে বিজেপি’র শাসন চলছে। আবার এখন গুজরাতে ভোট চলছে। সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে জোর টক্কর বিজেপির। অনেকে বলছে বিজেপির হারের সম্ভাবনা। আর মোদির রাজ্যে মোদিকে পরাস্ত করার এমন মোক্ষম সুযোগ বিরোধীরা হারাতে চায় না। তাই রাজস্থানের একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা যার সঙ্গে পার্টি বা সরকারের কোন যোগ নেই তাকেই জাতীয় স্তরে তুলে ধরবার জন্য এতো আড়ম্বর এতো সাহায্যের ঘনঘটা। যাতে সব দোষ ওই নন্দ ঘোষ নামক বিজেপি–র উপর বর্তায়। যেন রাজস্থান বিজেপির দলীয় কর্মসূচি হল এ রাজ্যের সংখ্যালঘু শ্রমিকদের ওই ভাবে মারা। তাই সাবধানে গুজরাতের সংখ্যালঘুরা একটাও ভোট ভুলেও যেন বিজেপিকে না দেয়। গুজরাট থেকে মোদির উত্থান। তাই মোদিকে ভারতছাড়া করতে হলে প্রথমে গুজরাট ছাড়া করতে হবে। আর সেই কাজে সহায়ক যে কোনও ঘটনাকেই তারা আঁকড়ে ধরতে চায়। তাই বিজেপি শাসিত রাজস্থানে এ রাজ্যের সংখ্যালঘু হত্যা শাসক দল, বাম, কংগ্রেসের কাছে এতো গুরুত্ব পায়। কর্ণাটকের হত্যা নেহাতই ঘটনা হিসাবে থেকে যায়। আবার শোনা গেল বাম শাসিত কেরলে এ রাজ্যের এক হিন্দু শ্রমিকের লাশ পাওয়া গেছে। বিজেপি আবার তার হয়ে পথে মিছিল করেছে। অপরাধকে হাতিয়ার করে রাজনীতির ফয়দা লুঠতে এরা কতটা আগ্রহী তা বঙ্গবাসী আর একবার প্রত্যক্ষ করল।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সভায় বলেছেন যে আমাদের রাজ্যে এ ঘটনা ঘটে না। খুব সত্যি কথা এমন হিংসাত্মক ঘটনা নির্জন স্থানে একা একা ঘটাবো তা আমরা ভাবতেও পারি না। আমরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুভাষচন্দ্রের উত্তরপুরুষ। আমরা কাপুরুষ নই। তাই ১০০–১৫০ বছর আগে আমরা জলজ্যান্ত রমণীদের জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারতাম দল বেঁধে ঢাক ঢোল পিটিয়ে। কতগুলো বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ নয় কিন্তু। সমাজের উচ্চবর্গের মানুষ যারা বেদ–বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তি তাঁরাই এই নারীদের পুড়িয়ে মারার বিধান দিত। আচ্ছা প্রাক রেঁনেসা বাংলার কথা বাদ দিয়ে একেবারে আধুনিক বিংশ শতাব্দীর বাংলায় দেখি বাম শাসনে বিজন সেতুর উপর প্রকাশ্য দিবালোকে ১২ জন সন্ন্যাসীকে পিটিয়ে গায়ে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হল। দলবদ্ধভাবে বাংলার মানুষ মরল। এক একা নয় কিন্তু। অবশ্য রাজস্থানের ওই ঘাতকের কেউ এসে মেরে দিয়ে গেল কি না তা অবশ্য তদন্ত হয় নি। আর প্রতিদিন কাগজ খুললেই বধূ নির্যাতন, বধূ হত্যার খবর দেখা যায়। সেখানেও বধূদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে পরিবারের সকলে মিলে। ওই যে কথায় আছে না ‘দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।’ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে বামপন্থী নেতার নেতৃত্বে কটা বাড়িতে অত্যাচার চালানো হয়। একটি শিশুকে কেটে তার রক্ত দিয়ে ভাত মাখিয়ে সেই শিশুর মাকে খাওয়ানো হয়। সেই অপরাধের সাজা হিসাবে প্রবোধ পুরকাইত যাবজ্জীবন জেল খাটছে। এসবই সংবাদে প্রকাশিত। কামদুনিতে কলেজে পড়া এক ছাত্রীকে তিনজনে মিলে ধর্ষণ করে জ্বালিয়ে দেয় নি অবশ্য, কিন্তু দু পা চিরে মেরে ফেলে ছিল। জানি না কোন মৃত্যুটা বেশি যন্ত্রণা দায়ক রাজস্থানেরটা না কামদুনিরটা?

বীভৎসতা মাপার যন্ত্র থাকলে ধরা পড়ত কোন ঘটনার বীভৎসতা বেশি? আবার এই সব ঘটনার পিছনে হিংসা ছড়ানোর দল বিজেপির কতটা ইন্ধন ছিল তাও জানা যায় না। আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল ‘তন্দুর হত্যা’। তখন শাসন ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। দিল্লির যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি তার প্রেমিকা (অথবা স্ত্রী)কে কুচিকুচি করে কেটে হোটেলের তন্দুরি তৈরির উনুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনা তখন দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। এমন হাড় হিম করা হিংসার ঘটনার উদাহরণ দিয়ে এক দিস্তা পাতা ভরানো যায়।

আসল কথাটা হল যে একজন ব্যক্তি যার কোনও রাজনৈতিক, সামাজিক পরিচয় নেই, নেই কোনও দায়বদ্ধতা, সেই মানুষ খুব সহজেই অপরাধ সংঘটিত করতে পারে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয় বহন করে এমন দলবদ্ধ মানুষেরা যখন হিংসা ঘটায়, হত্যা সংঘটিত করে তা সমাজের কাছে হয়ে ওঠে আতঙ্কের বিষয়। কারণ যারা সমাজ ও আইনের রক্ষক তারাই যখন হিংসা ছড়ায় তখন সমাজের পায়ের তলায় মাটি সরে যায়। সব অপরাধ যদি রাজনীতিকরণ হয়ে যায় তাহলে সমাজ তখন হাত ধুয়ে ফেলে। সমাজ নির্লিপ্ত হলে অপরাধের বাড়বাড়ন্ত হয়। যা বর্তমানে বাংলায় হচ্ছে। শাসকদলের পুর চেয়ারম্যান, সমিতির সভাপতি এরাও দিনের বেলা খুন হয়ে যায়। পুলিশকর্মীকে ভাগ্নির মান বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়। মা বাবা দাদা বা প্রতিবাদীরা প্রত্যহ মার খাচ্ছে অথবা মারা যাচ্ছে।

বড়লোকদের উন্নতি হলে তার থেকে কিছু রস চুঁইয়ে গরিবদের দিকে পড়ে, অধুনা অর্থনীতির ডাঙ্কেল তত্ত্বের মতো অপরাধের রাজনীতিকরণ ঘটলে কিছু ভালো মানুষও স্বার্থ পূরণের সহজ উপায় হিসাবে অপরাধে উৎসাহিত হয়ে পড়ে। এই সহজ কথাটা রাজনৈতিক দলগুলো যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই মঙ্গল।

আর রাজস্থান অপরাধীদের রামরাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ সাধুদের স্বর্গ রাজ্য এ ভাবনার সংগত কারণ বোধ হয় নেই!

গুজরাটে ব্যর্থ রাহুলনামা

গুজরাট নির্বাচন পর্ব শেষ। বলাবাহুল্য বুথ ফেরত সমীক্ষা এখানে ততটা সাফল্য পায়নি, যা ভাবা হচ্ছিল। বরং প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যে ৯২ টি আসনের দরকার ছিল তার চেয়ে বিজেপি ৭টি মাত্র আসন বেশি পাওয়ায় দেশ জুড়ে গেল গেল রব তুলেছেন বিরোধী দল ও এক শ্রেণির গণমাধ্যম। ভাবখানা এমন যেন গুজরাটে বিজেপি হেরেই গেছে। অথচ তাঁরা একবারও ভেবে দেখছেন না যে ২২ বছর ক্ষমতাসীন থাকা একটা দল ফের গুজরাটের মসনদে কায়েম হয়েছে। শুধু তাই নয়, এত বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও ৪৯ শতাংশ ভোটে গেছে তাঁদের ভোটের ঝুলিতে। সেখানে বিরোধী কংগ্রেস পেয়েছে ৪১ শতাংশ ভোট। হ্যাঁ, কংগ্রেস হয়তো তাদের ভোট প্রাপ্তির হার আগের থেকে বাড়িয়েছে। পাশাপাশি বিজেপি কিন্তু তাদের ভোট প্রাপ্তির হার অক্ষত রেখেছে। অর্থাৎ লাভ কিছু না হলেও ক্ষতি মোটেই কিছু হয়নি। আসন সংখ্যার নিরিখে গতবারের চেয়ে ১৬ টি আসন বিজেপি কম পেয়েছে এটা নিয়ে অনেকে সরব হচ্ছেন। একবারও খতিয়ে দেখছেন না অন্তত ২০–৩০ টি আসনে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে তা যোগ হলে বিজেপির ভাঁড়ারে ১২০ টির মতো আসন জুটে যেত। সবথেকে বড় কথা গুজরাট–গুজরাট করে এত কথা হচ্ছে। কেউ একবারের জন্যও উল্লেখ করছেন না কংগ্রেস শাসিত হিমাচলে বিজেপির বিপুল জয় নিয়ে। কিছু কিছু চ্যানেলে তো আবার পাঞ্জাবের (যা ইতিমধ্যেই কংগ্রেস শাসিত রাজ্য) পুরনিগম ভোটের ফল নিয়ে ব্যাপক মাতামাতি হচ্ছে। সেখানে কংগ্রেসের জয়টাকে আলোকিত করা হচ্ছে। আসলে আর কিছু নয় বিজেপির জয়কে লঘু করে দেখিয়ে সুকৌশলে রাহুল গান্ধিকে প্রমোট করার তাবেদারি করছে এক শ্রেণির গণমাধ্যম ও তাবেদার। এভাবে গল্পের গরুকে গাছে তোলা হচ্ছে। বা কাগুজে বাঘ তৈরির ফন্দি ফিকির হচ্ছে। ভাবখানা এমন যেন এভাবে শর্ট কাট রাস্তায় রাহুল গান্ধিকে দিল্লির সিংহাসনে বসানো হবে। এর আগে বিহারে নীতিশ কুমার–লালু প্রসাদকে এক বন্ধনীতে এনে কাঠবিড়ালির কাজটা করেছিলেন রাহুল গান্ধি। তাতে বিজেপিকে হারানো সম্ভব হয়েছিল। যদিও পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুর্নীতির পাঁকে ডুবে থাকা লালুপ্রসাদকে ছেড়ে নীতিশ ফের এনডিএ তথা বিজেপির বৃত্তে ফিরে আসেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গে বাম–কংয়ের হাঁসজারু জোটকে সমর্থন জুগিয়ে মমতা হঠাতে গিয়ে আরও একদফা ল্যাজেগোবরে হন শ্রীমান রাহুল। এই দুটি এক্সপেরিমেন্ট মাঠে মারা যাওয়ার পর অখিলেশ সিং যাদবকে নিয়ে এক নয়া রসায়ন তৈরির চেষ্টা করেন রাহুল। যদিও তাতে গো–হারান হেরে তাঁর পরীক্ষাগার কার্যত লাটে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এক শ্রেণির গণমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে জিগ্নেশ, জগ্নেশ আর হার্দিক ত্রয়ীকে নিয়ে গুজরাট বিজয়ে নামেন তিনি। যদিও তার রথ এখানেও আটকে গিয়েছে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে জুঝতে না পেরে। এখন দেখার এরপর রাহুলের কোন ব্যর্থনামা অভিযানের সাক্ষী হয় দেশ।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

যদি মেয়েটি তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ না করে, তবে তাহার কষ্ট হইবে। ভালোবাসায় কোন দুঃখকর প্রতিক্রিয়া নাই। ভালোবাসার প্রতিক্রিয়ায় কেবল আনন্দই হইয়া থাকে। ভালোবাসিয়া যদি আনন্দ না হয়, তবে উহা ভালোবাসা নয়, অন্য কিছুকে আমরা ভালোবাসা বলিয়া ভুল করিতেছি। যখন তুমি তোমার স্বামীকে, স্ত্রীকে, পুত্রকন্যাকে সমুদয় পৃথিবীকে, বিশ্বজগৎকে এমনভাবে ভালোবাসিতে সমর্থ হইবে যে, তাহাতে কোনরূপ দুঃখ ঈর্ষা বা স্বার্থপরতার প্রতিক্রিয়া হইবে না, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ‘হে অর্জুন, আমাকেই দেখ না, আমি যদি এক মুহূর্ত কর্ম হইতে বিরত হই সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইবে। কর্ম করিয়া আমার কোন লাভ নাই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভু, তবে আমি কর্ম

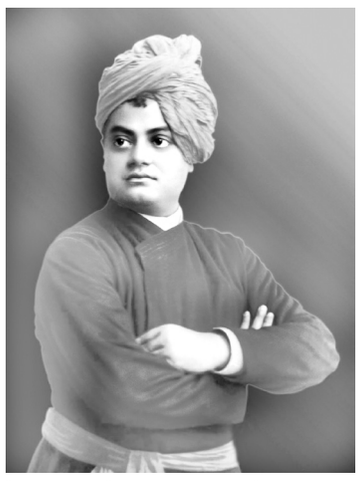

করি কেন? জগৎকে ভালোবাসি বলিয়া। ঈশ্বর ভালোবাসেন বলিয়াই তিনি অনাসক্ত। প্রকৃত ভালোবাসা আমাদিগকে অনাসক্ত করে। যেখানেই দেখিবে আসক্তি, পার্থিব বস্তুর প্রতি এই আকর্ষণ, সেখানেই জানিবে উহা প্রাকৃতিক আকর্ষণ, কতকগুলি জড়বিন্দুর সহিত আরও কতকগুলি জড়বিন্দুর ভৌতিক আকর্ষণ মাত্র–কিছু যেন দুইটি বস্তুকে ক্রমাগত নিকটে আকর্ষণ করিতেছে, আর উহারা পরস্পর খুব নিকটবর্তী হইতে না পরিলেই যন্ত্রণার উদ্ভব হয়, কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা ভৌতিক বা শারীরিক আকর্ষণের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। এরূপ প্রেমিকগণ পরস্পরের নিকট হইতে সহস্র মাইল ব্যবধানে থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ভালোবাসা অটুট থাকিবে, উহা বিনষ্ট হইবে না এবং উহা হইতে কখনো কোন যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া হইবে না। এই অনাসক্তি লাভ করা একরূপ সারা জীবনের সাধনা বলিলেও হয়, কিন্তু উহা লাভ করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইলাম এবং মুক্ত হইলাম।

ফেসবুক বার্তা

প্রবাদপ্রতীম সাহিত্যিক তথা শক্তিমান লেখক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এক দুর্লভ ছবি হঠাৎ করেই ভেসে উঠল ফেসবুকের দেওয়ালে।

শিশুদের মাঝে মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড়দিন আসার একখন্ড দিন ছয়েক বাকি। এরই মধ্যে বড়দিনকে নিয়ে আনন্দে মশগুল বালি নিশ্চিন্দার আনন্দনগর খালপারের খ্রিস্টান পাড়ার কচিকাঁচারা। আর এই উন্মাদনাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন সেচ মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জীর উপস্থিতি। রবিবার সকালে সটান কেক নিয়ে সান্তাক্লজের পোশাক পরে হাজির প্রায় ১৫০ থেকে কচিকাঁচাদের মাঝখানে। নিরাপত্তা রক্ষীদের সরিয়ে দিয়ে ছোট ছোট শিশুদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা থেকে শুরু করে নিজের হাতে কেক খাওয়ানোর সব কিছুই নিজের হাতে সারলেন মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। মন্ত্রীকে এইভাবে শিশুদের মাঝে পেয়ে কেবল মাত্র শিশুরাই নয় আপ্লুত বড়রাও। এভাবে এর আগে কোনও মন্ত্রী তো দূরের কথা সামান্য পঞ্চায়েত প্রধানও এগিয়ে এসে আপন করে নেন নি এই এলাকার কচি কাঁচাদের বলে জানান স্থানীয়দের অনেকেই। কোন কোন শিশুকে আবার কোলে তুলে নিজের হাতে কেক খাওয়াতেও দেখা গেল বেশ কয়েকবার। এর কিছু সময় পরেই এলাকা ছাড়েন রাজীব বাবু। যাওয়ার আগে মন্ত্রী বলেন আর মাত্র কটা দিন পরেই বড়োদিন। তাই আগাম আনন্দ ভাগাভাগি করতে অসুবিধা কোথায়? এখান থেকেই শুরু করলাম বড়োদিন উপভোগ করার রেওয়াজ। এর পরে অন্যত্র যাব বড়দিন আগাম পালন করবার জন্যে। রাজীব বাবুর উপস্থিতিতে এলাকার একটা অন্যমাত্রা পাওয়া গিয়েছিল যা অনুভব করলাম এলাকায় দাঁড়িয়ে থেকেই।

ক্যানিংয়ে কৃষি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দাঁড়িয়ায় শুরু হল কৃষি মেলা। সোমবার পঞ্চম বর্ষের কৃষি মেলায় প্রদীপ প্রজ্জোলনের মাধ্যমে সুচনা করেন ক্যানিং ১নং ব্লকের কৃষি আধিকারিক গোপা সমাদ্দার। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের

বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস সহ বিশিষ্টরা।কৃষি মেলায় বিভিন্ন ধরনের ২৫টি ছোট বড় ষ্টল রয়েছে। মেলা চলবে আগামী ২১ডিসেম্বর পর্যন্ত। এদিন কৃষি মেলা সূচনার পর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল প্রায় প্রতিটি ষ্টল ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও রয়েছে।

বীরভূমে তিনদিনের কৃষিমেলা

অভীক মিত্র : গত ১২ই ডিসেম্বর সিউড়ি জেলা স্কুল মাঠে তিনদিনের ‘মাটি, কৃষি, উদ্যানপালন, মৎস্য, কৃষি বিপণন, সমবায় ও প্রাণী সম্পদ মেলা ২০১৭’ –র উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী আশিস ব্যানার্জী। রাজনগর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তার উদ্যেগে ১৩ই ডিসেম্বর রাজনগর ডাকবাংলো মাঠে তিনদিনের কৃষিমেলার উদ্বোধন করেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক পি. মোহন গান্ধি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, রাজনগর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মিশন দাস সহ বিভিন্ন জেলা কৃষি আধিকারিকগণ।

মেলায় মোট বাইশটি স্টল রয়েছে। এলাকার চাষিরা হাতের উৎপাদিত ফসল এনেছে প্রদর্শনীর জন্য। জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, ‘আমরা কৃষির উন্নতি চাই আর তাই সবসময় কৃষকদের পাশে আছি।’ সিউড়ি–২ নং ব্লকে শুরু হয় কৃষিমেলা।

বজবজ ২ নং ব্লকে কৃষি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–২ নম্বর ব্লকের কৃষি দফতর ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে গত ১৯–২১ ডিসেম্বর সঞ্চিতা কলাভবনে মাটি, কৃষি, উদ্যানপালন, মৎস্য, কৃষি বিপণন, সমবায় ও প্রাণী সম্পদ মেলা ২০১৭ অনুষ্ঠিত হল।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, সাতগাছিয়ার বিধায়ক সোনালী গুহ, সমিতি ও মেলা কমিটির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও জ্যোতিপ্রকাশ হালদার, ব্লকের কৃষি আধিকারিক ডঃ শান্তনু পাল, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রমুখ।

উদ্বোধনের দিন এলাকার কৃষিজীবী মানুষদের নিয়ে একটি সুদৃশ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় কৃষিজ ও প্রাণীজ সংক্রান্ত নানা স্টল ছিল। কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন সভায় ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শিল্পী কল্যাণ দাস ও অন্যান্য শিল্পীরা।

সুন্দরবন কৃষ্টিমেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং –গণচেতনা,গণশিক্ষা,গণসংস্কৃতির বিকাশ,শান্তি,সম্প্রীতি ও স্বনির্ভরতার বার্তা দিয়েই শুরু হল সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব। বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী ব্লকের কুলতলির নারায়ণতলায় ২২ তম বর্ষের মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সৌরবিজ্ঞানী তথা ত্রিপুরা স্টেট সোলার পাওয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ শান্তিপদ গণ চৌধূরী। এছাড়াও কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটি আয়োজিত মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ মনোহর তিরকে,পশ্চিমবঙ্গ বায়োডায়ভার সিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ অশোক কান্তি সান্যাল,রিজিওন্যাল পাসপোর্ট অফিসার বিভুতিভূষণ কুমার,প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর,মেলা কমিটির সভাপতি তথ কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির কর্ণধার লোকমান মোল্লা সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। ১০দিনের মেলায় থাকছে জনস্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ নারীওশিশুবিকাশ,কৃষি

মৎস্যপ্রাণী সম্পদ বিকাশ,বন পরিবেশ পর্যটন বিকাশ,বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশ,মানবসম্পদ উন্নয়ন,সুন্দরবন দিবস,স্বচ্ছতাই সেবা,শিক্ষাও সংস্কৃতি,সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি দিবস পালন। এর পাশাপাশি থাকছে বিশিষ্টদের আলোচনা। মেলার কমিটির সভাপতি তথা কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির কর্ণধার লোকমান মোল্লা জানান, মেলায় প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,সেই সাথে থাকছে গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালা ও ১০ দিন ব্যাপি পাসপোর্ট সেবা ক্যাম্প থাকছে,যা এই প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় সর্বপ্রথম। মেলায় রয়েছে রাজ্য সরকারের ৬ টি ষ্টল এবং কেন্দ্র সরকারের ৩৪ টি বিভিন্ন ধরনের ষ্টল ছাড়াও অন্যান্য নানান ধরনের প্রচুর ষ্টল। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দাবি তোলা হয় সুন্দরবনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়,রেললাইন এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম্য মায়েদের জন্য মাতৃসদন হাসপাতাল গড়ে তোলার। মেলা চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বিজ্ঞানমঞ্চের অনুষ্ঠান মাড়গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর তিনদিনব্যাপী বিজ্ঞানমঞ্চের সেমিনার সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে গেলো বীরভূম জেলার মাড়গ্রামে। মাড়গ্রামের ‘ড: কুদরত–ই–খুদা গ্রামীণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশ কেন্দ্র’ ও মাড়গ্রাম হাইস্কুলে এই অনুষ্ঠানগুলি হয়। কর্মশালা, বিজ্ঞান মেলা ও প্রর্দশনী, সেমিনার, যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান, বিজ্ঞানীদের মুখোমুখি, কাউন্সিল সভা, বসে আকো প্রতিযোগিতা (ক এবং খ বিভাগ), নৃত্য, সঙ্গীত, গণজাদু, মুখোশ নৃত্য ছিলো এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ১৬ই ডিসেম্বর শনিবার সকালে ড: কুদরত–ই–খুদার প্রতিষ্ঠিত মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হয়। তিনদিনব্যাপী বিজ্ঞানমঞ্চের অনুষ্ঠানে বীরভূম ছাড়াও উত্তরবঙ্গ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাকুঁড়া, নদিয়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া জেলার বিজ্ঞানকর্মীরা যোগদান করেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চর সহসম্পাদক ড: অরুণাভ মিশ্র, বিজ্ঞানমঞ্চের বীরভূম জেলার বিজ্ঞানকর্মী ড: দেবাশিস পাল, শিক্ষক শুভাশিস গড়াই, মনিরুদ্দিন চৌধুরী, মায়া দত্তসাধু, শিক্ষক উত্তম দাস সহ বিজ্ঞানমঞ্চের সংগঠন ও বিজ্ঞানীরা। শেষদিন দুপুরে খিচুড়ি, আলুর দম, ‘রাধুনী পাগল’ চালের পায়েস খাওয়ানো হয়। মাড়গ্রামের চাষিদের দিয়ে ‘রাধুনী পাগল’ ধান চাষ করে দিশা দেখাচ্ছে ‘ড: কুদরত–ই–খুদা গ্রামীণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশ কেন্দ্র’। মাড়গ্রামে তিনদিনব্যাপী বিজ্ঞানমঞ্চের এই অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করায় খুশি জেলার বিজ্ঞানমঞ্চের সংগঠক ও বিজ্ঞানকর্মীরা।

রাজ্যে অঙ্কনে তৃতীয় সিউড়ির রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি – উপভোক্তা দফতর আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করলো বীরভূম জেলার সিউড়ি চন্দ্রগতি হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র রাহুল রায়। ২১শে ডিসেম্বর কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটে পুরস্কৃত করা হয় রাহুলকে। এই খবরে স্বভাবতই উচ্ছাসে ভাসছে সদর শহর সিউড়ি।

বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ‘নওয়াপাড়া’ নীলকমল হাই ও প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গণে ২৪ ডিসেম্বর রবিবার বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির স্থায়ী সভাপতি মাননীয় সমর কুমার ঘোষ, এছাড়া প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মাননীয় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জনাব গুলশন মল্লিক গোবিন্দপুর অঞ্চল প্রধান মেনকা হাজরা, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিখিল চক্রবর্তী, এবং রামকৃষ্ণ মিশন ব্যারাকপুর শাখার অন্যতম সদস্য শ্রীমদ্ সুপ্রভানন্দজী মহরাজ ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি বর্গ। এছাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরবিন্দ পাল ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আশিসকুমার দাস স্কুলের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও থাকছে সকালে প্রভাতফেরী পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী। এই অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বীরভূম

মৃতদেহের চোখ উধাও হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পারিবারিক অশান্তিতে মল্লারপুরের দারুনি গ্রামে শ্বশুড়বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে গৃহবধূ অভিমানী মাল (২৬)। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি রামপুরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠায় মল্লারপুর থানার পুলিশ। হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। ১৪ই ডিসেম্বর সকালে মৃতদেহ নিতে গিয়ে মৃতার পরিবারের লোকজন দেখে অভিমানীর একটি চোখ নেই। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে মৃতের পরিজনেরা। ইঁদুরে চোখ খুবলানোর কথা বলা হয়। সিপিএম নেতা সঞ্জীব মল্লিক বলেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। আমি দ্রুত যথাযথ তদন্ত দাবি করছি এবং দোষীর শাস্তি চাইছি।' রামপুরহাট শহর কংগ্রেস সভাপতি ব্যবসায়ী শাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও মরদেহের প্রতি অবহেলিত এই ঘটনায় আজ প্রমানিত।' হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

ধিক্কার ও মোমবাতি মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্নান করার আপত্তিকর ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করে বোলপুরের রজতপুরের এক তরুণীকে ধর্ষন করে শেখ হাপিজুল নামে এক রাজমিস্ত্রী। অপমানে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই তরুণী। ১৮ই ডিসেম্বর ভোরে কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে মারা যায় রজতপুরের নির্যাতিতা তরুণী। প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে বীরভূম জেলাজুড়ে। ১৮ই ডিসেম্বর বিকালে বোলপুর শহরে কালো ব্যাচ পড়ে ধিক্কার মিছিল করে বীরভূমের বিজেপি মহিলা মোর্চা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বীরভূম জেলা সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল, সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ, মহিলা মোর্চা নেত্রী সুজাতা ঘোষ। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে বোলপুর – রজতপুর রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীরা। ১৯শে ডিসেম্বর রজতপুরে নির্যাতিতা তরুণীর বাড়ীতে যায় এসএফআই বীরভূম জেলার এক প্রতিনিধি দল। ২০ই ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় রামপুরহাট, সাইথিয়া, কীর্নাহার সহ জেলার বিভিন্নপ্রান্তে মোমবাতি মিছিল করে বীরভূম জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। সন্ধ্যায় 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ' কড়িধ্যা তেতুঁলতলা মোড়ে মোমবাতি মিছিল করে। 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ' –র নেতা প্রিয়তোষ দত্ত বলেন, 'বোলপুরের ঘটনায় আমরা মর্মাহত, রাজ্য প্রশাসন নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে। বাংলার মা বোনেদের সুরক্ষার দাবিতে 'হিন্দু জাগরন মঞ্চ' লড়াই চালিয়ে যাবে। আমরা বোলপুরের বোনের ধর্ষকের ফাঁসি চাই'।

সোনার দুল ও মোবাইল ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ই ডিসেম্বর রাজগ্রাম স্টেশন ছাড়ার সময় ৫৩৪১৭ আপ বর্ধমান – মালদা টাউন প্যাসেঞ্জারে মনিকা কোনার নামে এক মহিলা যাত্রীর সোনার কানের দুল ছিনতাই করে এক দুস্কৃতী চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে যায়। কান দিয়ে রক্ত পড়ে। মনিকা বাশঁলই থেকে পাকুড় যাচ্ছিলো। পাকুড়ে অভিযোগ জানায়। বর্ধমানে দলীয় কাজে যোগ দিতে যাবার সময় ৬ই ডিসেম্বর সকালে রামপুরহাট স্টেশনে ডাউন কবিগুরু এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কামরায় উঠার সময় হাসন কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক আইনজীবী মিল্টন রশিদের পাঞ্জাবীর প্যাকেট থেকে মোবাইল চুরি হয়ে যায়। ট্রেনে এক যাত্রীর কাছ থেকে ফোন নিয়ে পরিবারকে জানান মিল্টনবাবু। বিধায়কের পরিবার রামপুরহাট জিআরপিএফের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে।

আদিবাসী ধর্ষণে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ই ডিসেম্বর পাড়ুই থানার কেওড়া গ্রামের জঙ্গলে একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো শেখ জাজির নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত যুবককে। ১০ই ডিসেম্বর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্ত যুবককে একদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। মাদারবুনি জঙ্গলে এক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

বধূ নির্যাতন বীরভূমে

অভীক মিত্র – ৫ বছর আগে জুনিদপুর গ্রামের রুকসানা বিবির সাথে সিউড়ি থানার নিমপলাশী গ্রামের বাদশা খানের বিয়ে হয়েছিলো। বাদশা বর্তমানে সৌদি আরবে কর্মরত। তাদের একটি সন্তান আছে। পণের জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকজন অত্যাচার করে রুকসানার উপর। ১০ই ডিসেম্বর সকালে রুকসানার গয়না সহ কান ছিঁড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠে রুকসানার শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। সাতটি সেলাই করা হয়েছে। তিনজনের নামে সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বীরভূম জেলায় বাড়ছে বধূ নির্যাতনের মতো ঘটনা।

খুন আদিবাসী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ই ডিসেম্বর সকালে চন্দ্রপুর থানার কয়রাবাঁধ থেকে শিবধন সোরেন (৩৭) নামে এক আদিবাসী যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। শিবধনের বাড়ি নিমজুড়ি গ্রামে। তদন্তে পুলিশ কুকুর আনা হয়। ১০ই ডিসেম্বর তাতিপাড়ায় মোবাইল কিনতে গিয়ে বাড়ি ফেরে নি শিবধন।

মুরারইয়ে রেল অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : বালুরঘাট এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবিতে ৭ই ডিসেম্বর সকাল আটটা থেকে ঘন্টাখানেক মুরারই স্টেশনে রেল অবরোধ করলো নিত্যযাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। মুরারই স্টেশনে বালুরঘাট এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবি দীর্ঘদিনের। জাজিগ্রাম, পাইকর, কুশমোড়, হিয়াতনগর সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা ট্রেন ধরেন মুরারই স্টেশনে। সাহেবগঞ্জ রেললাইনে কাজ চলার জন্য ২৭শে নভেম্বর থেকে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত হাওড়া – রাজগীর ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার, হাওড়া – জয়নগর প্যাসেঞ্জার, শিয়ালদহ – আনন্দবিহার দ্বিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেস সহ ছয়জোড়া ট্রেন বাতিল থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায় পূর্ব রেলওয়ে কতৃপক্ষ। হাওড়া থেকে মুরারই সন্ধ্যায় ফেরার কোনো ট্রেন নেই বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। ৬ই ডিসেম্বর আপ বালুরঘাট এক্সপ্রেস মুরারই স্টেশনে না দাড়ানোয় মুরারইয়ের যাত্রীদের পাকুড় স্টেশনে নামতে হয়। ঠান্ডায় সারারাত প্ল্যাটফর্মে থেকে ডাউন বারহাওড়া লোকালে মুরারই ফেরে। ৭ই ডিসেম্বর সকাল আটটা থেকে মুরারই স্টেশনে অবরোধ শুরু করে নিত্যযাত্রীরা তাতে সামিল হয় স্থানীয় বাসিন্দারাও। যতদিন রেললাইনে কাজ চলবে ততদিন মুরারই স্টেশনে দাড়াবে বালুরঘাট এক্সপ্রেস বলে জানান মুরারই স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার। তারপর অবরোধ উঠে যায়।

আজ কাঁদিয়ে দিলেন রথীদা

জয়ন্ত চৌধুরী

এক নিকট স্বজনের ঘাট কার্য সেরে সবে গঙ্গা থেকে ফিরছি। খবরটা পেলাম তখনই প্রণবদার কাছ থেকে। সকালে প্রিয়মের কাছে জানতে পেরেছিলাম আলিপুর বার্তা পরিবারের অন্যতম সদস্য, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বয়স্ক আবাসের বাসিন্দা রথীদা আর নেই। চোখের পাতা ভিজে গেল আবারও। অনেক স্মৃতির অ্যালবাম মনটাকে বার বার নিঙড়ে নিতে লাগল।

অকৃতদার রথীন্দ্র নন্দী, সকলের রথীদা বহুদিন থেকে আলিপুর বার্তার সঙ্গে যুক্ত। প্রতিবেদক দেখেছেন তার সহোদরদের যাঁরা আজও তাঁদের শ্রম, সেবা ও মনন নিয়োজিত রেখেছেন এ বার্তার পরিবারের প্রতি। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, সেসময়ে প্রেসে ম্যাটার পাঠানো, নিয়মিত লেখকদের কাছ থেকে লেখা নেওয়া, সময় মতো আলিপুর বার্তা দফতরে পৌঁছে দেওয়ার মতো হরেক রকমের গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে রথীদাকে করতে দেখেছি। সম্পাদকীয় লেখার সূত্রে রথীদার সঙ্গে প্রতিবেদকের বাড়ির সদস্যদের সঙ্গেও একাত্মতা গড়ে উঠেছিল। পরম মিশুকে রথীদা হাসি মুখে সবার কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। পাঠকরা কি বলছেন, কি ভাবছেন সেইসব নানা প্রতিবার্তা তুলে দিতেন আলোচনার ফাঁকে। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রাণ পুরুষ তরুণ ভূষণ গুহর হাতে তৈরি এমন সেবাব্রতীরা ক্রমশ না ফেরার দেশে চলে যাচ্ছেন একে একে।

ওই বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণেই বংশীদা, কালীবাবু, মমতাদি সারাজীবন তাঁদের সেবা বিলিয়ে চলে গিয়েছেন। সামালীর ওই বয়স্ক আবাসেই শেষ জীবনে রথীদা পত্রপত্রিকা পড়াশুনো নিয়ে থাকতেন। বিশেষ চলাফেরা করতে পারতেন না। বয়স হয়েছিল ৬৯। কিছুদিন আগেই পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে যায়। নিকটবর্তী জগন্নাথ গুপ্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গত ২১ ডিসেম্বর চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন অপারেশন ঠিকঠাক হয়েছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। পরদিন ২২ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় চলে গেলেন সমস্ত ব্যথা যন্ত্রণার উর্ধ্বে। প্রতিবেদন লেখার সময় হাসপাতালে শেষ শয্যায় শায়িত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাবেন এই অজাতশত্রু সকলের রথীদা। তরুণ ভূষণ গুহর পর যিনি চোখের মণির মতো আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি পরম্পরা বজায় রেখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই প্রণবদাই তাঁর সম্মানজনক শেষ যাত্রার প্রস্তুতি নিতে রওয়ানা হয়েছেন। এই মুহূর্তে সব চেয়ে বেশি আক্ষেপ লাগছে সে দিনের জন্য যেদিন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে বিশেষ সভা সেরে ব্যস্ততার কারণে দ্রুত চলে আসতে হয়েছিল। রথীদার সঙ্গে কুশল সাক্ষাৎ না করেই। সন্ধ্যায় দূরভাষে জানিয়েছিলাম পরের মিটিংয়ে দেখা করে আসব। আলিপুর বার্তা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই আজ ব্যথিত। রথীদাকে কেন্দ্র করে আর কোনও দিন এই পারিবারিক হইচই মজা হবে না।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে যখন চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে আলিপুর বার্তা সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়েছিল সেদিন রথীদার সেই উজ্জ্বল মুখ চিরদিন আমাদের মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে। আলিপুর বার্তার এটাই ঐতিহ্য যেখানে পরিবারের যে কোনও সদস্যের চলে যাওয়া স্বজন হারানোর সুর হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠে। রথীদা এ লেখা পড়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় সহাস্যে আর প্রতিক্রিয়া দেবেন না এটাই বড়ো ব্যথার। প্রতিবেদকের মাতৃবিয়োগের সংবাদে সেদিন রথীদার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম। আজ কাঁদিয়ে দিলেন রথীদা।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলির ডি–রায়পুর অঞ্চলের অন্তর্গত মধ্য রায়পুরের সবুজ দ্বীপ সংঘ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। প্রথম বার্ষিক রক্তদান শিবির উপলক্ষ্যে প্রচুর রক্তদাতা উপস্থিত হয়েছিলেন। অতিথি হিসাবে ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় প্রধান তপন রায়, উপ–প্রধান দেবু দাস, কৃষ্ণ মণ্ডল, রাজকুমার পরামানিক প্রমুখ।

রক্তদান শিবিরের সভাপতি সোমনাথ চ্যাটার্জী বলেন, প্রথম বছরে প্রচুর মানুষের সাড়া পেয়েছি। আগামী দিনে আরও সামাজিক কর্মসূচি নেবে সবুজ দ্বীপ সংঘ। উপ–প্রধান দেবু দাস বলেন, পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৬০ জন রক্তদান করেন।

দুর্নীতি রুখতে নয়া পদক্ষেপ সরকারের

প্রথম পাতার পর

এমনকি ধানের টাকা কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। এতেই থেমে থাকে নি সরকার। ধান কেনার উঠানে কৃষকদের জড়ো করতে প্রচারের পদ্ধতিও বদলানো হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ঘরে ঘরে গিয়ে ধান কেনার জন্য ডেকে আনছেন কৃষকদের। এমনকি বাউল গানের সুরে ধান কেনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে কৃষক পরিবারকে। যাতে তারা ফড়েদের খপ্পরে না পড়েন। ফলও ফলছে হাতে নাতে। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় সরকারি ধান কেনা কাজ শুরু হয়েছে। কৃষি দফতরের মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কৃষকরাও। তবে দুর্নীতি বন্ধে সরকারি পদক্ষেপকে সকলে বাহবা জানালেও প্রশ্ন উঠেছে গত বছরে ধান কেনায় যুক্ত দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের শাস্তি দিতে অনীহা নিয়ে। কৃষকদের একাংশ দাবি তুলেছেন অসাধু মিল মালিক ও সমবায় সমিতির কর্তা সেজে মুখোশপরা ফড়েদের শাস্তি দেওয়ার। এখন দেখার কৃষি মন্ত্রী এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারেন কিনা।

জুড়ে গেল দক্ষিণ সোনারপুরের সঙ্গে উত্তর সোনারপুর। চাঁদপুর ব্রিজের উদ্বোধন করলেন পঃ বঃ সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মখোপাধ্যায়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভাধিপতি সামিমা শেখ সহ সোনারপুরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম।

অটো বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিদিনই বরানগরের গোপাল লাল ঠাকুর রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুই খেপে অটো পাল্টে তবেই অফিস পৌঁছন বরানগরের বাসিন্দা অপর্ণা রায়। কিন্তু ইদানিং বেশ কিছুদিন ধরে সিঁথির মোড় থেকে কামারহাটিগামী অটো বন্ধ থাকায় বেজায় অসুবিধায় পড়েন অপর্ণা দেবী। প্রতিদিনই বেশ দেরি করে অফিসে পৌঁছন তিনি। কিন্তু ভাগ্য ক্রমে অফিস মালিকের ব্যবহার অত্যন্ত ভাল হওয়াতে সেভাবে খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হয় না তাকে। যা তিনি নিজের মুখেই স্বীকার করেন বলে জানা যায়। প্রতিদিন সিঁথির মোড় থেকে বরানগর অনন্যায় পায়ে হেঁটে অফিসে আসেন তিনি। ফলে একদিকে শারীরিক ক্লান্তি থাকলেও অন্যদিকে কিছুটা পয়সারও অপচয় কম হয়ে ধীর ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে অন্য রুটের অটোও যাতায়াত করতে পারছেন না এমনটাও অভিযোগ শোনা যায়।

দখলদার নিয়ে প্রশাসন উদাসীন

প্রথম পাতার পর

এর ফলে যানজট সমস্যা যেমন হয়েছে নিত্যসঙ্গী, তেমনই নাকাল হতে হচ্ছে নিত্যযাত্রী ও পথচারীদের। এই সঙ্গে প্রায়শই বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ ও পথচারীদের। লেগে আছে নিত্যনৈমিত্তিক বচসাও। প্রতিবাদ করতে গেলে অশালীন আচরণেরও শিকার হতে হচ্ছে তাদের। বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ।

উল্লেখ্য, কিছুকাল আগে বিধাননগর পুর নির্বাচনের পরে বিধাননগর এবং বাইপাস সংলগ্ন দত্তাবাদ সহ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার দুপাশে গজিয়ে ওঠা এরকমই অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা উত্তর–চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। পাশাপাশি রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য তাদের উচ্ছেদও জরুরি বলে জানিয়েছিলেন তিনি। সেই মর্মে তাদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ ও নিত্যযাত্রীরা তাঁকে সাধুবাদও জানান। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাঁরই বিধানসভা কেন্দ্র হাবড়ায় যেভাবে ছাতার মতো অবৈধ দখলদার গজিয়ে উঠেছে, এ ব্যাপারে তিনি নীরব কেন? হাবড়া পুর এলাকার জনসংখ্যা প্রায় বারো লক্ষাধিক। শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া এই যশোর রোডটি শুধু জাতীয় সড়কই নয়। এর আন্তর্জাতিক গুরুত্বও আছে। কারণ এই রাস্তাটি চলে গিয়েছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে। সড়কপথে পণ্যসামগ্রী যাতায়াতের প্রধান সড়ক এটি। হাবড়া পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় বছর চারেক আগে হাবড়ার ১ নম্বর রেলগেট পার্শ্বস্থ তরুণকান্তি হকার্স মাঠে এইসব অবৈধ দখলদারদের জন্য পুরসভার পক্ষ থেকে একটি ত্রিতলবিশিষ্ট স্থায়ী বাজার নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ক্রেতা সাধারণ না পাওয়ার কারণে অনেকেই সেখানে স্থানান্তরিত হওয়ায় অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এ সত্ত্বেও ১ নম্বর রেলগেট থেকে হাবড়া স্টেশন রোডের মুখ পর্যন্ত অবৈধ দখলদারী এখন প্রায় নেই বললে চলে।

কিন্তু তারপর থেকে জয়গাছি পর্যন্ত একপ্রকার প্রায় স্থায়ী দখলদারী করে বসে আছে অনেকেই। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হলেও তা আজও কার্যকর হয়নি। বিশেষ করে হাবড়া বাজারের ২ নম্বর ও ৪ নম্বর গলির মুখের অবস্থা নিতান্ত ভয়াবহ। জামাকাপড় থেকে শুরু করে ফুল, ফলের দোকান সবই প্রায় দখল করে রেখেছে দুপাশের ফুটপাত। অথচ এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতার কথায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের এখন কোনও দায় নেই। কারণ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর এখানে প্রার্থী না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এদিকে আন্তর্জাতিক এই সড়কপথকে ফোর লেন করতে কেন্দ্র উদ্যোগী। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ যেমন জরুরি, তেমনই রাস্তার দুপাশের বৃক্ষছেদনও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্থানীয় গাছ বাঁচাও সমিতির পক্ষ থেকে গাছগুলিকে রক্ষা সহ হেরিটেজ ঘোষণা করার দাবিতে আগামী রবিবার হাবড়া স্টেশন থেকে অশোকনগর পর্যন্ত এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি হাবড়ার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে জনমানসের একাংশে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

অমরনাথ গুহা : গ্রিন ট্রাইব্যুনালের বিরোধিতা করল লিগ্যাল এইড ফোরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : অমরনাথ গুহা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছে অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান। দক্ষিণ কাশ্মীর হিমালয়ের সমুদ্রপৃষ্ট থেকে ১২,৭৫৬ ফুট উঁচুতে এই গুহা অবস্থিত। অমরনাথ গুহায় শিবলিঙ্গ দর্শন করতে প্রতিবছর কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী যান। চারদিকে বরফ ঢাকা হিমালয়ের মধ্যে এই গুহায় শিবলিঙ্গ দর্শন করতে গিয়ে ভক্তদের ভজন, প্রার্থনা ও মন্ত্রধ্বনিতে সমগ্র এলাকা মুখ হয়ে ওঠে। সম্প্রতি ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুন্যাল (এনজিটি) সমগ্র এলাকাটিকে 'সাইলেন্ট জোন' করার নির্দেশ দেন। অমরনাথ গুহা যাওয়ার পথে সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে গুহা পর্যন্ত কোনও রকম মন্ত্রোচারণ প্রার্থনা, ভজন করতে পারবেন না পুণ্যার্থীরা।

এনজিটি–র এই নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরাম। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এনজিটি–র এই সিদ্ধান্ত মানুষের মৌলিক

অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান স্বতন্ত্র কুমার এক নির্দেশে অমরনাথ গুহার সামনে কোনও রকম প্রার্থনা, ভজন, মন্ত্রোচ্চারণ নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি এই নির্দেশের কপি জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পরিবেশ ও বন দফতরের মুখ্যসচিব এবং স্থানীয় আধিকারিকদের পাঠিয়েছেন। স্বতন্ত্র কুমার বলেন, গুহা যাওয়ার আগে মূলত ৩০টি সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে গুহা পর্যন্ত সাইলেন্ট জোন হবে। পুণ্যার্থীদের ভজনের ফলে এখানকার পরিবেশ শব্দদূষণ হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে এক পিটিশন জমা দেওয়ার কথা জানানো হয়।

ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ বাবু বলেন, সংবিধানের আর্টিকেল ১৪ ও ২১–এ মানুষের সামাজিক মৌলিক অধিকার স্বীকৃত। তিনি বলেন, মন্ত্রোচ্চারণ বা ভজনের ফলে শব্দদূষণ হচ্ছে বলে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত হিন্দু পুণ্যার্থীদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার সামিল। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় মসজিদ থেকে 'আজান' মাইকে করে প্রচারিত হয়। তখন এই আজান বন্ধ করার কথা কেউ বলেন না কেন?

হিন্দু ধর্মের মানুষ অমরনাথজির নামে জয়ধ্বনি দিলে তাতে শব্দদূষণ কীভাবে হয়। এখানকার পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্লাসটিক ব্যবহার না করা কিংবা কোনও পুজোর সামগ্রী ফুল বেলপাতা না দেওয়া ওই সব মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ভক্তরা দেবার উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি দিলে কিংবা ভজন গাইলে কিভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই প্রশ্ন রাখেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়।

Office of the District Magistrate
South 24 Parganas, Nezarath Section
New Administrative Building, 1st Floor, alipur, Kolkata–27

NIT has invited vide memo no. 261/NZ/GS Mela–2018 Dated 19/12/2017 for Information Education & Communication (I.E.C) materials like as (1) Medical Apron (2) Hand Gloves (Non Medicated) (3) Cane Sticks (4) White Cap with Digital Printing (5) White Cap without Printing (6) Whistles (7) Sleeveless Jacket ect. at www.s24pgs.gov.in

Last Date :– 26.12.2017, Time :– 12 Noon

Sd/–
ADM(G) & Mela Officer, Ganga Sagar Mela
South 24 Parganas

১৯১৮(২)/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১৯.১২.১৭

Office of the District Magistrate
South 24 Parganas, Nezarath Section
New Administrative Building, 1st Floor, alipur, Kolkata–27

NIT has invited vide memo no. 263/NZ/GS Mela–2018 Dated 19/12/2017 for Information Education & Communication (I.E.C) materials as mentioned–pringing of (1) Ganga Sagar Mela Book–2018 (2) Information Booklet (3) Brochures (4) Leaflet as per direction at www.s24pgs.gov.in

Last Date :– 26.12.2017, Time :– 12 Noon

Sd/–
ADM(G) & Mela Officer, Ganga Sagar Mela
South 24 Parganas

১৯১৭(২)/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১৯.১২.১৭

বালিগঞ্জ স্টেশনে ঝুকিপূর্ণ যাতায়াত বন্ধ করতে অক্ষম রেলপুলিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ যত তাড়া ট্রেন,বাস ধরে গন্তব্যে পৌঁছানো কিংবা ঘরে ফেরার জন্য। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়ে অমূল্য জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে এবং অসহায় হয়ে পড়তে পারে একটি পরিবার। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ব্যস্ততম ষ্টেশন বালিগঞ্জ। এই ষ্টেশন দিয়ে ক্যানিং, কাকদ্বীপ, নামখানা, ডায়মন্ডহারবার,বজবজ,বারুইপুর লাইনের ট্রেন যাতায়াত করে। এই বালিগঞ্জ ষ্টেশনে নেমে বাইরে যাওয়ার জন্য দুটি ওভার ব্রিজ এবং একটি চলমান সিড়ি রয়েছে। এইসব সিড়ি থাকা স্বত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ রেল যাত্রীরা রেল লাইন দিয়ে যাতায়াত করে এমন কি অনেক সময় কানে মোবাইল নিয়ে কথা বলতে বলতে লাইন পারাপার হন। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ বালিগঞ্জ ষ্টেশন সংলগ্ন বিজন সেতুর নীচে দিয়ে রেল লাইন বরাবর হেঁটে সাধারণ যাত্রীরা জামির লেনের রাস্তায় উঠতেন। এদিন সকালে আরপিএফ রাস্তাটি বন্ধ করে দেন এবং সাধারণ যাত্রীদের বালিগঞ্জ ষ্টেশনের ওভার ব্রিজ কিংবা চলমান সিড়ি ব্যবহার করতে বলেন। এমন ব্যবস্থা ঘন্টাদুয়েক চলার পর আরপিএফ জামির লেনে যাওয়ার রেল লাইনের বেড়া খুলে দেন। এ ব্যাপারে কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ানরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে সাধারণ যাত্রী অমিত নস্কর,তারক দাস,হাসান মোল্লারা জানান মঙ্গলবার হয়তো রেলের কোনও আধিকারিক আসার কথা ছিল তাই আরপিএফ একটু কাজ দেখানোর জন্য নাটক করলো। বন্ধ রাস্তা দিয়েই তো ফের যাতায়াত চলছে। এটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

ইঁদুর মরবেই, অভিনব পন্থা অবলম্বন হকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ-ইদানিং বাসে ট্রেনে,হাটে-বাজারে ইঁদুর,আরশোলা,টিকটিক মারার জন্য নানান হকার কে ওষুধ বিক্রি করতে দেখা যায়। কিন্তু কটা কীট পতঙ্গ,ইঁদুর মারা যায়? ফলে এইসব ওষুধ ক্রেতার সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। যাতে করে ওষুধ বিক্রিও কম, ক্রেতাদের মন জোগাতে ৫-৭ ইঁদুর মেরে প্রকাশ্যে রাজপথে ইঁদুর মারা বিষ বিক্রির অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার মঠেরদিঘীর বাসিন্দা ভক্ত রাম দাস। তিনি জানান এই মরা ইঁদুর দেখে বিশ্বাস করে প্রচুর ক্রেতা ইঁদুর মারা বিষ কিনছেন। ফলে ব্যবসার অগ্রগতি হচ্ছে। এহেন অভিনব পন্থা দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন প্রচুর মানুষ। সাধারণ ক্রেতার ও মনে মনে গাইছেন গোষ্ঠ গোপাল দাসের সেই কালজয়ী বিখ্যাত গান ইঁদুর মারা কল হয়েছে জগ মাঝারে।

মুচিশায় বহুমুখী ব্যায়ামাগার ও মাঠ সংস্কার হলে আদর্শ ক্রীড়াঙ্গন হওয়ার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত মুচিশা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠের ফুটবল মাঠ এবং তার সংলগ্ন এলাকার বহুমুখ সংস্কার করলে আগামী দিনে এবং আদর্শ ক্রীড়াঙ্গন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সুবিশাল এই মাঠে সকাল-বিকালে প্রচুর মানুষ হাঁটতে আসেন। তাছাড়া প্রতিদিন প্রচুর ছেলে-মেয়ে ফুটবল ও অ্যাথলিট অনুশীলন করে। স্থানীয় ফ্রেন্ডস ক্লাব ফুটবল কোচিং করায়। মাঠ সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম কোণে একটি বহুমুখী ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়েছে ক্রীড়া দফতর ও তৎকালীন বাম সাংসদ শমীক লাহিড়ির উদ্যোগে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা সাতগাছিয়ার বিধায়ক জ্যোতি বসু এই বহুমুখী ব্যায়ামাগার ও ক্রীড়াঙ্গনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন

করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মাঠ ও ব্যায়ামাগারে সংস্কার না হওয়ায় নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যে এম পি কাপ সম্পন্ন হল তার কয়েকটি খেলা এখানে হয়। স্বয়ং সাংসদ গত ১১ ডিসেম্বর এই মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলা দেখেন। তাঁর কাছে এই মাঠ ও ব্যায়ামাগার সংস্কারের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় এবং জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়।

চকমাণিক অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভেন্দু দাস বলেন, মাঠটির একটি সীমানা প্রাচীর করে গেট করা দরকার। মাঠের চারদিকের ট্রাক সংস্কার করা দরকার।

ব্যায়ামাগারটিরও সংস্কার দরকার সেই সঙ্গে মাঠের পাশে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক শৌচালয় করা দরকার।

জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, ইতিমধ্যেই মাঠ সংস্কার করার জন্য জেলা সভাধিপতিকে একটি প্রকল্প জমা দেওয়া হয়েছে। মাঠে প্রবেশ করতে অনেকটা ঘুরে আসতে হয়, সে জন্য সরাসরি ৭৫ নম্বর রোডের সঙ্গে সংযোগ করে পৃথক রাস্তা করার জন্য জমি খোঁজা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষজন বলেন, মাঠে ঢোকার প্রবেশের মুখে একটি পুল করা দরকার। সূত্রের খবর সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাঠ সংস্কারের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিতে চলেছেন।

বৃক্ষরোপণ সৌন্দর্যায়নে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত

অমিয় কুমার অধিকারী : উলুবেড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে মিশে ১৮০০ চারাগাছ রোপণ করে মহেশপুর, হাটগাছা-১, হাটগাছা-২ গ্রামের ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার পাশে। উলুবেড়িয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ফটিক চন্দ্র রায় জানান, এখানকার পঞ্চায়েতগুলো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নে সদা জাগ্রত। তিনি বলেন পথের ধারে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল প্রভৃতি গাছ রোপন করে এলাকার পরিবেশ সুস্থ রাখতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে হাটগাছা-১, পঞ্চায়েতে পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গড়ে তোলা হয়েছে গোলাপ হাব।

উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে কালিকাপুর-১ পঞ্চায়েত

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

সোনারপুর স্টেশন থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরত্বে তে -মাথায় কালিকাপুর ১নং পঞ্চায়েত অবস্থিত। রাস্তার উপরে একটি দোতলা বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে পঞ্চায়েত প্রধানের ঘর, পাশেই রয়েছে একটি কম্পিউটারের ঘর। আর সিঁড়ির ডান দিকে রয়েছে ছোট ছোট হাফ পার্টিশনের প্লাইউডের ঘর -সেটাই হোল বিভিন্ন ধরণের কাজের অফিস। পঞ্চায়েত প্রধান কমলেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করলাম আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘন্টা বাজতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে সব পঞ্চায়েতগুলিতে বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এসে গেছে উন্নয়নের জন্য। কি কি কাজ করা হয়েছে আপনার কালিকাপুর ১নং গ্রামপঞ্চায়েত-এর জন্য। প্রধান বলেন, এবার আমরা আই এস জি পি থেকে পেয়েছি ৭২ লক্ষ টাকা। সেই টাকা দিয়ে শুরু করে দিয়েছি ইটের রাস্তা, ঝামা, ঢালাই ও পিচের রাস্তার কাজ। সাধারণত পঞ্চায়েত পিচের রাস্তা করে না, কিন্তু এখানে আমরা ১ কিলোমিটার রাস্তা বানিয়েছি। এছাড়া এখানে একটি জরাজীর্ণ বাজার ছিলো । পঞ্চায়েত-এর অফিস লাগোয়া জমিতে একটি দোতলা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে ॥ একতলায় হবে বাজার আর দোতলায় একটি বড় ধরণের হলঘর হবে। সেখানে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। কমলেশ বাবু বলেন গ্রামের ভিতর চারটে গভীর টিউবওয়েল বসানোর কাজ চলছে। বেশ কিছু পুকুরের গায়ে গার্ড ওয়াল দেওয়া হয়েছে টালি দিয়ে। বিভিন্ন স্কুল ও মাঠে বেশ কিছু নারকেল গাছ বসানো হয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জেনারেটরের বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এছাড়া পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চারিদিক ঝাঁ চকচকে করা হয়েছে। এইসব আমরা ১০০দিনের কাজের শ্রমিককে দিয়ে করিয়েছি। গ্রামের বাড়িগুলিতে শৌচালয় তৈরি হয়েছে ৬৬৯টি। ইন্দিরা ও প্রধানমন্ত্রীর আবাসন প্রকল্পে তৈরি হয়েছে ৫৭৩টি বাড়ি। কালিকাপুরে বেল্ট কারখানা থেকে অজিত নস্করের বাড়ি পর্যন্ত খাল পারের সৌন্দর্যায়ন চলছে। পঞ্চায়েত অফিসটিকে কমলেশবাবু এক নতুন রূপে সংস্কার করানোর কাজে হাত দিয়েছেন। কিছু মাঠে মাটি ফেলে ডেভেলপ করানো হয়েছে। চকবেড়িয়া মসজিদ ও হাড়িপুকুর মসজিদে দুটি শৌচাগার তৈরি হয়েছে। কমলেশবাবু বলেন আমরা ১০০দিনের কাজের শ্রমিকদের কোনও রং না দেখে কাজ দিয়ে থাকি ।

গ্রামের ভিতরে রয়েছে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। এই পঞ্চায়েত বিগত ২০১৩ সাল থেকে আজ ২০১৭সাল পর্যন্ত সিপিএমের অধীনে আছে। এলাকার মানুষ উন্নয়নে সন্তুষ্ট। গ্রামের মানুষ যা যা প্রত্যাশা করেছে তারা পেয়েছে। সেই কারণে গত চার বছর ধরে সিপিএমকে ভোট দিয়ে নির্বাচনে জয়যুক্ত করে আসছে। মার্জিত ভাষায় তিনি বলেন এবারো আমাদের জেতার সম্ভাবনা আছে। কারণ মানুষ চাইছে।

ভুল চিকিৎসার অভিযোগ রামপুরহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠলো রামপুরহাট জেলা হাসপাতালের বিরুদ্ধে। বছরখানেক আগে ধৃতরা গ্রামের পারভিন বিবির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো নলহাটি নামুপাড়ার লালচাঁদ শেখের। কিছুদিন আগে প্রসব যন্ত্রনা নিয়ে প্রথমে মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে পরেরদিন রামপুরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফরসেফ করে কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক অজয় মন্ডল প্রসূতির পায়ুনালি ও মূত্রনালি একসঙ্গে সেলাই করে দেন। বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ভুল চিকিৎসার কথা জানানো হয় রোগীর আত্মীয়দের। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক অমিতাভ বড়াল ভুল চিকিৎসার কথা বলেন।

পেটের সংক্রমণ ভয়াবহ আকার নেওয়ায় তা না শুকনো পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করা যাবে না বলা হয়। ৮ই ডিসেম্বর বাড়ি ফিরে আসে। অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৩ই ডিসেম্বর রামপুরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা ভর্তি না নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বাইরে ফেলে রাখে বলে অভিযোগ। উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। হাসপাতাল সুপার ওই প্রসূতিকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে পাঠানোর আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

মারা গেলেন রজতপুরের নির্যাতিতা, সরব বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ ডিসেম্বর ভোর চারটে তেইশ মিনিট নাগাদ কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে মারা গেলো রজতপুরের নির্যাতিতা তরুণী। ঘটনার খবর শুনে হাসপাতালে ছুটে যান রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চা নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। নির্যাতিতা পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন তিনি।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মরদেহ গ্রামে আসে। শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, বোলপুরের রূপপুর - সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রজতপুর ডাঙ্গালপাড়ায় এক তরুণীর বাড়িতে গীতাঞ্জলী প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করছিলো শেখ হাপিজুল নামে এক রাজমিস্ত্রী। স্নান করার সময় ওই তরুণীর আপত্তিকর ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করে তাকে জোর করে ধষণ করার অভিযোগ উঠে হাপিজুলের বিরুদ্ধে। অপমানে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই তরুণী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরে কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮ই ডিসেম্বর ভোর চারটে তেইশ মিনিট নাগাদ কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে মারা যায় রজতপুরের নির্যাতিতা তরুণী। বোলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে শেখ হাপিজুলকে।

হাপিজুলের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন নির্যাতিতার বাবা। ১৩ই ডিসেম্বর বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃত শেখ হাপিজুলকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ১৮ই ডিসেম্বর বিকালে বোলপুর শহরে কালো ব্যাচ পড়ে ধিক্কার মিছিল করে বিজেপি মহিলা মোর্চা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল, সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ, মহিলা মোর্চা নেত্রী সুজাতা ঘোষ।

অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে বোলপুর - রজতপুরে রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীরা। ১৯শে ডিসেম্বর রজতপুরে নির্যাতিতা তরুণীর বাড়িতে যায় এসএফআই বীরভূম জেলার এক প্রতিনিধি দল। ২০ই ডিসেম্বর বিকালে ধর্ষকের শাস্তির দাবিতে জেলাজুড়ে মোমবাতি মিছিল করে বিজেপি নেতৃত্ব।

সোনারপুরে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে ফের আত্মঘাতী হল এক যুবক। দক্ষিন কুমড়োখালি এলাকার বাসিন্দা শেখ সাহিদ (১৫) বাবার কাছে আবদার করেছিলো একটি মোটরবাইকের। প্রতিদিনই বাবা মার কাছে আবদার করত সে। কিন্তু বাবা বলেছিলেন মাধ্যমিকের পর কিনে দেবেন। এই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হত তাদের মধ্যে। তারপর অভিমান করে মঙ্গলবার শেখ নিজের বাড়িতে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে আত্মঘাতী হয়।

মহানগরে

খাতাতে বিরোধীদের টিপ্পনী

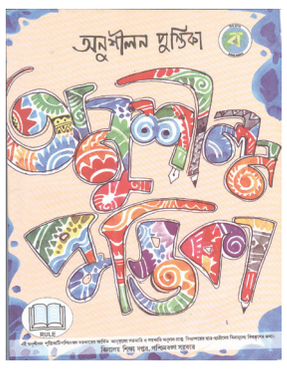

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : দেশের স্বাধীনতার ৭০ বছরে এ রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যালয় শিক্ষার ইতিহাসে যে কাজ করে উঠতে পারেনি, রাজ্যের তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার সেই ঐতিহাসিক কাজটি করে দেখালো। রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের আর্থিক আনুকূল্যে সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১৪২ পৃষ্ঠার (কভার বাদে) রুল টানা ও প্লেন চারটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন, উচ্চমানের এ-ফোরের সামান্য ছোটো মাপের 'অনুশীলন পুস্তিকা' বিতরণের মধ্যে দিয়ে তৃণমূল সরকারের এই ঐতিহাসিক প্রকল্প সম্পর্কে রাজ্যের স্বনামধন্য কয়েকজন সমালোচকের উক্তি, বর্তমান সময়ে বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের উন্নয়ন বলে যা চালানো হচ্ছে, তা আসলে 'কসমেটিক' উন্নয়ন। শুধু বই, খাতা, পোশাক, জুতো, সোয়েটার, টিফিন বাক্স, জলের বোতল থেকে টাকা-পয়সা দিয়ে শিক্ষার মানের যে উন্নয়ন করা যায় না, এটা যে তৃণমূল সরকার করে বুঝবে তা বলা বড়োই কঠিন।

অগ্নি নির্বাপণের শক্তিবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবার প্রসারের লক্ষ্যে নবান্ন থেকে অগ্নি নির্বাপক গাড়ি ও পাম্প সমূহ পরিষেবার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার মূল আয়োজক ছিল পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দফতর। এদিন ৩০টি মিড সাইজ ওয়াটার টেন্ডার, ৬'টি ওয়াটার ক্যারিয়ার, ২০টি ওয়াটার টেন্ডর (মাউন্টেড পাম্প), একটি মাল্টি পারপাস ফোম টেন্ডার, ৫০টি ইউটিলিটি ভ্যান (বোলেরো ক্যাম্পার), ১০টি ট্রেলার পাম্প কার্যক্রম শুরু করল। উপস্থিত ছিলেন অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দফতরের পূর্ণমন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। এদিন অগ্নিনির্বাপণ দফতরে মোট ১১৭টি অগ্নিনির্বাপক গাড়ি ও পাম্প চালু হয়। এরই সঙ্গে এদিন যাত্রী নিরাপত্তামূলক সকল ব্যবস্থা সম্বলিত যাত্রী বান্ধব ১৬৫টি নতুন বাসের শুভ সূচনা হয়।

সমস্যা মেটাতে পাম্পিং স্টেশন

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : শুধু কলকাতা মহানগরে গত ২০১১-র ২০ মে থেকে ২০১৭-র ১৮ ডিসেম্বর গত সাড়ে ছ'বছরের তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আসার পর 'রিপেয়ারিং', 'ইক্সপ্যানশন' ও নতুন মিলিয়ে মোট ২২টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন গড়ে উঠেছে। এদিন বেহালার পর্ণশ্রীর বিবেকানন্দ কানন লাগোয়া ১২ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি দ্বিতল বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের কার্যক্রম চালু করে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম একথা বলেন। পর্ণশ্রী এলাকার ওয়ার্ড নম্বর ১৩২ (সম্পূর্ণ), ১৩১ (আংশিক), ১৩০ (আংশিক) এবং সংলগ্ন অঞ্চলের পরিস্রুত পানীয় জলের দীর্ঘদিনের সমস্যার অনেকটা সমাধানে এই বুস্টার কাজে আসবে বলে জানান পুর জল সরবরাহ দফতরের আধিকারিক মৈনাক মুখোপাধ্যায়। এই পাম্পিং স্টেশনটি চালু হওয়ায় ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত পর্ণশ্রীর ৩৫৬টি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারবাসী, সাগর মান্না রোড, মায়াদাসী রোড বিশালক্ষ্মীতলা, ব্যানার্জী পাড়া, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কাজিপাড়া, নেতাজি সুভাষ রোড, পর্ণশ্রী পল্লি সংলগ্ন আরও কয়েকটি অঞ্চলের প্রায় ৪০ হাজার বেহালাবাসী উপকৃত হবে। মৈনাক বাবু আরও জানান, রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সম্পূর্ণ অর্থে মূল প্রকল্প তৈরিতে মোট ব্যয় হয়েছে ২২ কোটি টাকা। এর মধ্যে সিভিল ও ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ব্যয় ১৮ কোটি এবং বাকি ৪ কোটি টাকা সামগ্রিক পাইপ লাইন তৈরিতে ব্যয় হয়েছে। এই স্টেশনে অত্যন্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন চারটি পাম্প ও মোটর সেট ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি সর্বক্ষণ চালু থাকবে এবং বাকি দু'টি স্ট্যান্ডবাই থাকবে। মৈনাকবাবু জানান, এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশন চালু হওয়ায় জল সরবরাহকৃত অঞ্চলের মধ্যে থাকা বিশালক্ষ্মীতলা (ওয়ার্ড নম্বর : ১৩২), কোকোলা বাগান (ওয়ার্ড নম্বর : ১৩২) এবং আগমনী কমিউনিটি হল সংলগ্ন পুরাতন হাতি পার্কস্থিত (ওয়ার্ড নম্বর : ১৩১), বিগ ডায়ামিটার টিউবওয়েল তিনটি সম্পূর্ণরূপে সিল করে দেওয়া হচ্ছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, আজ থেকে ৩২ বছর আগে সমগ্র পর্ণশ্রী এলাকা জুড়ে যে কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়েছিল আজ তার মুকুটে আরও একটি পালক পুতে দেওয়া হল। তিনি জানান, আমার বাসনা যা আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে খুবই পরিকল্পিত রূপে তৈরি হওয়া সমগ্র পর্ণশ্রী এলাকা কলকাতার একটি মডেল এলাকা রূপে পরিণত হোক। স্থানীয় পঞ্চমবারের বিধায়ক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, একটা সময় স্থানীয় বেহালাবাসীর মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতো গঙ্গাসাগর বারবার 'বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হসপিটাল' একবার। আর আজ সেই মুমূর্ষু বিদ্যাসাগর হাসপাতাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্শীবাদে কলকাতার একটি অন্যতম সেরা হাসপাতালে

পরিণত হয়েছে। চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত যতো রকম পরিষেবার প্রয়োজন তার সমস্ত সুবিধা এখানে এখন পাওয়া যাচ্ছে। পর্ণশ্রীস্থিত বেহালা পলিটেকনিক কলেজের নির্মাণ কাজ এর পাশেই দ্রুত গতিতে চলছে। এদিনের উদ্বোধক পুর-নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, প্রচারটাই উন্নয়ন নয়, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যে উন্নয়ন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখিয়ে দিয়েছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আজ যা ভাবে বর্তমান নয়া দিল্লির ভারত সরকার কাল তা ভাবে। আর এই বাংলায় এখনও কিছু আতেল মার্কা মানুষ আছেন যাদের কাজই হলো কাজের কাজ না করে সারাদিন ধরে শুধু সমালোচনা করা। এরা আত্মসমালোচনা করতে ভুলে যায়। প্রগতি করতে গেলে মানুষকে সঙ্গে যে প্রগতি করতে হয় এরা সেটা শিখল না। এদিনের জলের ধারার দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৪ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়, মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির অধ্যক্ষ বাপী ঘোষ, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্র, শক্তি মণ্ডল, পুর জল সরবরাহ দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল বিভাস কুমার মাইতি সহ দফতরের অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

কুচিনা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বড়দিনের উৎসবে গড়িয়াহাটে দুঃস্থ শিশুদের নিয়ে তৈরি বাসা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এবং কালীঘাট রেড এরিয়ার বাচ্চাদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন কুচিনার চেয়ারপার্সেন নমিত বাজোরিয়া। উপস্থিত ছিলেন ইউএস-এর কলকাতার কনসুলেটের কনসুল জেনারেল চিরাগ হল এদিন সান্তাক্লজের থেকে উপহার পেয়ে এবং কেক কেটে, নাচ করে খুব আনন্দ পেয়েছে বলে জানাল শিশুরা। **ছবি : উৎপল কুমার রায়।**

মমস কেয়ারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : 'বড়িশা ওয়েলফেয়ার সেন্টার ফর অ্যাওয়ারনেস রিসার্চ এডুকেশন অ্যান্ড সাপোর্টে'র পৃষ্ঠপোষকতায় 'মমস কেয়ারস' তাদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করল গত ১৭ ডিসেম্বর জোকাস্থিত 'ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম' প্রেক্ষাগৃহে। মূলত সমাজে পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিকল্প শিক্ষা ও চিকিৎসার মাধ্যমে সক্রিয় করে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে 'মমস কেয়ারস'। এদিনের উদযাপন অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী দিব্যবিভানন্দজী। এদিন মমস কেয়ারের পক্ষ থেকে সমাজের তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রীকুমার রায়চৌধুরী, সোমনাথ ভট্টাচার্য ও দীপক ঘোষ সংবর্ধিত হন। মমস কেয়ারের শিক্ষার্থীগণ এদিন মঞ্চে যোগাসন, আবৃত্তি, সঙ্গীত সহ 'সেলফিস জায়েন্টে'র মতো একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে।

'বেহালা অবসর', '৪০ থেকে ৮০', 'সংস্কার ভারতী' নামক বেশ কিছু সংগঠন এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও এদিন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষয়িত্রীদের একই সঙ্গে পুরস্কৃত করে উৎসাহ প্রদান করেন সংগঠনের সম্পাদিকা আরতী দে। প্রসঙ্গত, সমাজে স্বাবলম্বী হওয়া ও জনপ্রতিরোধ গড়বার লক্ষ্যে নারীশক্তির বিশেষ ভূমিকা বিষয়ে আরতী দেবীর ইতিমধ্যে গৃহীত বেশ কয়েকটি প্রকল্প যা স্থানীয় বড়িশাবাসীর কাছে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে।

এ বিষয়ে ওনাকে সহযোগিতা করেন সংগঠনের শিক্ষয়িত্রীগণসহ শর্বরী ভট্টাচার্য ও মঞ্জিমা দে। প্রতিষ্ঠা দিবস পালন অনুষ্ঠানটি দর্শক মনোরঞ্জনের চাহিদা মেটাতে সঞ্চালকের সঞ্চালনা বেশ শ্রুতিমধুর ও দৃষ্টিনন্দন।

মাঙ্গলিকী

সারদা মায়ের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' উদ্যোগে সম্পাদক প্রতাপ সাহার সুষ্ঠু পরিচালনায় ও সমর মুখার্জীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে জগন্মাতা শ্রীশ্রী সারদা দেবীর ১৬৬তম শুভ আবির্ভাব তিথি মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে স্তব পাঠ, ভজন ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা হোম ও সন্ধ্যারতি পরিবেশিত হয়। চন্ডীপাঠ করেন বাসুদেব ভট্টাচার্য। ''শক্তিরূপিণী মা সারদা'' সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ঝুনু ব্যানার্জী। শেষে অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে (ঝামাপুকুর লেন) ''ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের'' উদ্যোগে, প্রতাপ মিত্র ও অমিত সুর রায়ের পরিচালনায়, সমর সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ও রণজিৎ রায়ের পৌরোহিত্যে পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর ১৬৫তম শুভ জন্মতিথি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। চণ্ডীপাঠ করেন পার্থসারথি গোস্বামী। ''সারদা মহিলা শাখার'' সভ্যাবৃন্দ ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। (''চিরন্তনী মা সারদা'') শুরুতে বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ নিবেদন, সন্ধ্যারতি ও আরত্রিক ভজন পরিবেশিত হয়। শেষে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ৪৮৭, রবীন্দ্র সরণীতে ''সুপর্ণ সংস্থা'' ও ''গুড় পট্টি বেঙ্গল ক্লাবের'' উদ্যোগে দ্বিতীয় বর্ষ দুঃস্থদের ''শীতবস্ত্র বিতরণ'' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রী সাধন পান্ডে, ইউকো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিস্টার জৈন, আইনজীবী দীপেন হাজরা প্রমুখ। সংস্থার পক্ষ থেকে কারগিল যুদ্ধের প্রতিবন্ধী বীর সৈনিক সুকান্ত ঘোষালকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভাপতি স্বপন দত্ত।

গ্যালারি থেকে সুমিত দাশগুপ্ত

ইন্ডিয়া হারমোনিকা ডে উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতা হারমোনিকা অ্যাসোসিয়েশন ও রেনল্ডস বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রবাদপ্রতীম মাউথ অর্গ্যান শিল্পী মিলন গুপ্তের ছিয়াশিতম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে বিড়লা আকাদেমি অডিটোরিয়ামে মাউথ অর্গ্যান শিল্পীদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে মাউথ অর্গ্যান পরিবেশন করেন মুম্বাইএর বর্ষীয়ান মাউথ অর্গ্যান শিল্পী রুস্তম কারওয়া। এছাড়া কলকাতা হারমোনিকা অ্যাসোসিয়েশনের বেশ কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন কাজল চক্রবর্তী, অনুপম পাল, সুকান্ত বসু, শুভ্রনীল সরকার, সত্য নারায়ণ রায়, ধীমন্ত আদক এবং সুকান্ত ঘোষাল। সুসংগত ও তথ্যসমৃদ্ধ সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তোলেন কলকাতা হারমোনিকা অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অলোক দাস।

গৌরীপ্রসন্ন স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সুজাতা সদনে প্রবাদপ্রতীম গীতিকার ও কবি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের ৯৩ তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে গৌরীপ্রসন্ন রচিত সঙ্গীত এর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে গৌরীপ্রসন্ন স্মরণে প্রয়াত সঙ্গীত পরিচালক নীতা সেন গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ এর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর তারা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্মদিনে তাঁর রচিত গানের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করে থাকেন। বর্তমানে সংসদের সভাপতি কৃষ্ণা সেন ও সচিব সঙ্গীত শিল্পী সৈকত মিত্র। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তিন বোন রূপরেখা, রাজ্যশ্রী ও শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত মিত্র, পল্লব ঘোষ, প্রান্তিক, সৃজিত, অমিত গাঙ্গুলী এবং আরও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ। গিটারে গৌরীপ্রসন্নের গান বাজান স্বপন সেন। এছাড়া মাউথ অর্গানে গৌরীপ্রসন্নের গানের অসামান্য পরিবেশন করেন অলোক দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দেবাশিস বসু। অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন নীতা সেনের পুত্রবধূ উত্তরা সেন।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী

অভিবন্দনা আয়োজিত ৭ দিন ব্যাপী ''শীতকালীন ফটোগ্রাফি উৎসব'' (Winter Photography Carnival) উত্তর কলকাতার স্টার থিয়েটারের নবনির্মিত নটি বিনোদিনী মেমোরিয়াল আর্ট গ্যালারিতে সম্প্রতি শেষ হল। ৩৪ জন আলোকচিত্র শিল্পীর ১২০টি ছবি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। প্রাকৃতিক বৈচিত্র, জীবজন্তু-পাখি। স্ট্রিট, পোট্রেট সহ নানা বৈচিত্র্যময় রং বে-রং এর সুন্দর ছবির সম্ভার ছিল এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ। প্রাকৃতিক দৃশ্যের আলোকচিত্রের মধ্যে ডা. অভিজিৎ সরকার, ডা. সৌমিত্র দত্ত, ডা. অনুপম সেন চৌধুরী, সন্দীপ সরকার, সৌরজিৎ ব্যানার্জী, মানস গোস্বামী, পার্থপ্রতীম মুখার্জীদের ছবি খুবই আকর্ষণীয় ছিল। আবার সুজয় সরকার, সুভাষ দাশগুপ্ত, অনীশ বেরা, লীনা চ্যাটার্জী, সোমা দত্ত, অভি চক্রবর্তীদের তোলা পাখি ও জীবজন্তুর ছবি এই প্রদর্শনীকে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে।

ছাপ চিত্রে অনন্য হরেন দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন : হরেন্দ্র নারায়ণ দাসের জন্ম ১ মার্চ, ১৯২১ সাল দিনাজপুরে। তাঁর বাবার নাম কার্তিকচন্দ্র দাস। দিনাজপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় এসে এখানকার সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে এখান থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং এরপর গ্রাফিক্স চিত্রকলা নিয়ে ১৯৪৬ সালে টিচার্স ট্রেনিং কোর্স শেষ করেন। কলেজে থাকাকালীন তিনি আরেক দিকপাল ছাপচিত্রী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন।

হরেন দাসের ছবির বিষয়বস্তু ছিল গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা। এছাড়া শহরের নানা দৃশ্যকেও তিনি কাঠ খোদাই ও এচিং এর মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন। ছাপ ছবির এই দুটি মাধ্যমের সাহায্যে তিনি অদ্ভুত আলো আঁধারি সৃষ্টি করতে পারতেন। অন্তর্লীন (Intaglio) পদ্ধতিতেই করেছেন। তাঁর ছাপচিত্রে গ্রাম বাংলার দৃশ্যকে পাশ্চাত্য ছাপচিত্রের ব্যবহারিক পদ্ধতির সাহায্যে এক অসামান্য রূপ দিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা সভা (১৯১৭-১৮) পর বিশ্বভারতীর 'কলাভবনই' ছাপচিত্রের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। একমাত্রা কলকাতার দুজন শিল্পী যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে

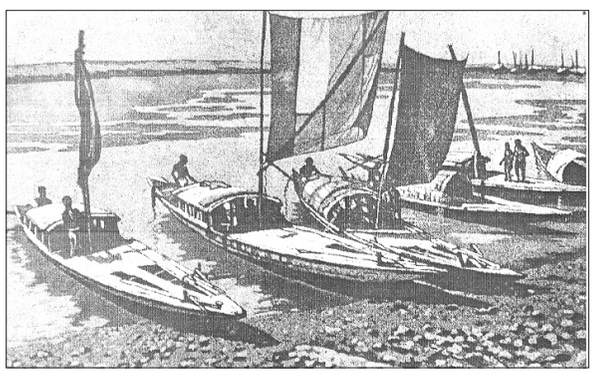

এই মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁরা হলেন সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২) এবং অন্যজন হরেন দাস। চল্লিশ দশকের শিল্পীদের মধ্যে নিসর্গ নিয়ে জলরঙে অনবদ্য কাজ করেছেন একদিকে গোপাল ঘোষ আর ছাপচিত্রের মাধ্যমে তাঁর পরবর্তীকালে এইসব দৃশ্যের অনন্য রূপদান করেছেন হরেন দাস। বাহাত্তর বছরের জীবনে হরেন দাস প্রচুর কাজ করে গেছেন। এর ফলস্বরূপ প্রচুর সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন কুমিল্লা জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং পরবর্তীকালে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে প্রায় বত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেন। আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস, অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস সোসাইটি, সাউথ ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব পেইন্টার্স, দশেরা, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে তাঁর ছাপচিত্রের প্রদর্শনী হয়েছে। এছাড়া তাঁর কাজের বেশ কয়েকটি চিত্র সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- Bengal Village in Wood engranings (with an introduction by L. M. Sen 1950), Woodcuts (Folio 1961), Etchings (Folio 1965)

সমরেশ বসুর ৯৪তম জন্মদিবস

সব্যসাচী সান্যাল: গত ১১ ডিসেম্বর শ্রদ্ধা চিত্তে নৈহাটি পুরসভার উদ্যোগে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও নৈহাটির গর্ব সমরেশ বসুর ৯৪ তম জন্মদিবস পালিত হোল। অনুষ্ঠান সফল করে তুলতে অশনি সংকেত সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কিশোর কুমার সাহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কানাই

আচার্য্য,শেখর গুপ্ত,নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়, উপপৌরপ্রধান ভজন মুখোপাধ্যায়, নৈহাটির সাংস্কৃতিক সম্পন্ন বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাথে যুক্ত এলাকার স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অভয় চরণ দে,ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ড: রতন নন্দী প্রভৃতি বিদগ্ধ মানুষদের উপস্থিতিতে ভাব গম্ভীর পরিবেশে সমরেশ বসুর রচনায় সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা,মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, বাস্তবের সাথে গল্পের চরিত্রের মিল, সময়কাল নিয়ে মঞ্চে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা তাদের বক্তব্যর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বক্তারা দু:খের সাথে উল্লেখ করেছেন দীর্ঘদিন নৈহাটির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক থাকলেও তাঁর বংশধরদের তরফে কোন উদ্যোগ না নেওয়ার জন্য সমরেশ বসুর স্থায়ী কোনও স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি যার জন্য সাহিত্য মনস্ক স্থানীয় গুণী মানুষদের কাছে আক্ষেপ থেকে গেছে তবে যে পুকুরের পাড়ে বসে তিনি অনেক রাত পর্যন্ত সময় কাটাতেন এবং তার চাক্ষুস উপলব্ধি করা চরিত্রগুলি ভাষায় প্রকাশ করার জন্য যে কল্পনার জগতে বিরাজ করতেন তার সংস্কার করে স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে প্রদর্শন করার জন্য নৈহাটি পুরসভার চিন্তাভাবনা আছে।১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জের রাজানগর গ্রামে সমরেশ বসু জন্মগ্রহণ করেন। প্রথাগত শিক্ষা বেশি দূর সম্ভব হয়নি এবং দারিদ্রের সাথে লড়াই করেও সাহিত্য রচনাকে জীবনে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন চিন্তাভাবনা ও মননে বামপন্থা ভাবধারার প্রকাশ থাকলেও সহজ সরল গ্রাম্য,আর কলকারখানায় খেটে খাওয়া মজদুর শ্রেণির মানুষগুলোর সাংসারিক জীবনযাত্রা, উচ্ছাস, আবেগ তার গল্প,উপন্যাসের পাতায় বার বার উঠে এসেছে। নৈহাটির বর্তমান বাসিন্দাদের সামাজিক চিন্তাভাবনা, ভাষাগত মিশ্র জনবসতি, সাংস্কৃতিক চেতনার আমূল বদলে যাওয়ার প্রভাবে বোধ হয় সমরেশ বসু আজ স্মৃতির অন্তরালে চলে যাচ্ছে নাহলে সাহিত্যিকের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিতির হার কেন এত কম হবে এমনকি নৈহাটি পুরসভার অনেক কাউন্সিলরকে বরেণ্য সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জানাতে ঐক্যতান মঞ্চে সেভাবে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল না। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী, সময়, সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা দীক্ষার ওপর মানুষের চিন্তা ভাবনা প্রকাশ পায়। সমরেশ বসুর ছেলেবেলায় তাঁর মার কাছ থেকে শোনা লৌকিক, অলৌকিক ব্রতকথা, তার সাথে সংহার, দমন, ষড়যন্ত্র,দেবতার অভিশাপ মোচনের দুর্জয় প্রচেষ্টা এই সব নানা গল্পগুলি সাহিত্য চর্চার উপকরণ ছিল যা তার লেখায় অনেক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনার মধ্যে ১৯৪৬ সালে শারদীয় পরিচয় পত্রিকায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা 'আদাব' মনুষ্যত্বের জয়গানে মুখরিত মানবতার দলিল হিসাবে পাঠকের কাছে আজও সমাদৃত। সাহিত্যিক যখন নিরন্তর গল্প, উপন্যাস লিখে চলেছেন তখন তাঁর অনুভব হোল তার চিন্তা ভাবনার জগৎ ও বিচরণ ক্ষেত্র যেন খুবই সীমিত। সেইজন্য ১৯৫৪ সালে জানুয়ারিতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মিলনক্ষেত্র এলাহাবাদের প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন শুধু ধর্মের উন্মাদনায় নয়, অন্তরের সকল অন্ধকারের গ্লানিকে শুদ্ধ করার কি গভীর আকাঙ্খা। কুম্ভমেলা থেকে ফিরে কালকূট ছদ্মনামে লেখলেন অমর সাহিত্যিধর্ম্মী ভ্রমনকাহিনী 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'। ৬০ এর দশকে সমরেশ বসু বিবর', 'প্রজাপতি' উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের ঔপনিবেশিক মানসিক ও চরিত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল তার জন্য অবশ্য কোনও রূপ ভ্রুক্ষেপ না করে কলমের আঁচড় দিয়ে অমর সাহিত্যের নির্দশন রেখে গেছেন। সমরেশ বসুর রচনার সময়কাল ৬০ দশক থেকে শুরু করে ৭০ দশক উগ্র রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যা দেখতে পাওয়া যায় মৃণাল সেনের পরিচালনায় কলকাতা ৭১ এর চলচ্চিত্র রূপায়ণ। সমরেশ বসুর রচনার কালজয়ী গল্প, উপন্যাস কুহক, গঙ্গা, নির্জন সৈকতে, দুরন্ত চড়াই, তিন ভুবনের পারে, অপরিচিত, এপার-ওপার, ছেঁড়া তমসুক, বিকেলে ভোরের ফুল,ছুটির ফাঁদে, মৌচাক, বাঘিনী, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে, নিশান্তে প্রভৃতি চলচ্চিত্রের কথা আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। সমরেশ বসুর রচনার মধ্যে চরিত্রগুলির এমন জীবন্ত রূপে প্রকাশ পায় যা একনিঃশ্বাসে পাঠক সমস্ত গল্প, উপন্যাসের পাতাগুলো পড়ে ফেলে তুলনায় এখনকার গল্প ও উপন্যাস গুলির কাহিনী কেমন যেন খাপছাড়া ও শব্দ চয়ন অতন্ত্য দুর্বল। কালের সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক পরিবেশের অনেকখানি পরিবর্তন ঘটে গেছে। রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে উগ্রতা, বেপোরয় ভাব, সৌজন্যের অভাব, যৌন ব্যাভিচার বেড়ে চলেছে। যার মধ্যে শিশুরা পর্যন্ত যৌন লালসার স্বীকার হচ্ছে। ভোগ বিলাসের উপকরণ, কর্মহীনতা বর্তমান সামাজিক পরিবেশকে জটিল করে তুলেছে। মানুষের চিন্তাভাবনার স্তরে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। চারপাশের ঘটে যাওয়া বিষয়গুলি মানুষকে আগেকার দিনের মতো এখন গভীর ভাবে ভাবায় না। মানুষ কল্পবিলাসে আর থাকতে চায়না কারণ এখনকার বাস্তব অনেক রুঢ় আর কঠিন। মানুষ যে কিসে খুশি বোঝা মুস্কিল। জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ থাকলেও মন যেন কিছুতেই ভরেনা। এই প্রজন্মের হাতে সারাক্ষণ মোবাইল ফোন নিয়ে নাড়াচাড়া আর কানে স্পিকার গোঁজা। সবাই এখন সব কিছু সংক্ষিপ্ত কারে জেনে নিতে চায় বা টি ভি র পর্দায় চোখ রেখে ধারণা করে নেয়। এইজন্য বাংলা ভাষা প্রকাশের দৈণ্যতা যেন বেড়ে চলেছে। পাঠক এখন মোটা মোটা বই,উপন্যাসের চেয়ে ফেসবুকে পোস্টিং করা সাধারণ মানের অণু গল্প পড়তে বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এর ফলে বাংলায় চিন্তা ভাবনা স্ফূরণ বা আগেকার মত সাহিত্যধর্ম্মী লেখা আর দেখা যাচ্ছেন। অন্য ভাষার দাপটে বংলায় কথা বলার চল যেন কমে যাচ্ছে আর সেখানে ফেসবুকে জায়গা করে নিচ্ছে ইংরেজি বাংলায় মিশানো জগাখিচুড়ি ভাষা। অবশ্য আশার কথা এই রাজ্যের বেশ কিছু নাটক দলগুলি নিরন্তর ঘটে চলা নানা অসামাজিক ঘটনাগুলোকে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সামাজিক মূল্যবোধ আর অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে আজকের পাঠকের প্রয়োজন সমরেশ বসুর মূল্যায়ণ এবং তার কালোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির যথাযথ অনুধাবন। অনেক প্রবীণ মানুষদের কাছে ১৯৮৮ সালের ১২ মার্চ বিকেল ৪-৩০ মিনিটে নৈহাটি শহরের রাস্তায় সমরেশ বসুর মরদেহর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের রাস্তায় যে ঢল নেমেছিল আজও তা স্মৃতিতে অক্ষুন্ন আছে।

'প্রগতি'র ৫৬তম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ নভেম্বর 'প্রগতি' পত্রিকা এবং 'প্রগতি পরিষদ' এর ছাপ্পান্ন (৫৬)তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাগৃহে বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত, 'প্রগতি' (ঠিকানা – আকড়া স্টেশন রোড, মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪১)র অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রায় দু'ঘন্টা ব্যাপী মনোজ্ঞ আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয় ছিল- 'বাঙালি জাতিসত্ত্বা ও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি'। চারজন বক্তাদের মধ্যে ছিলেন দুরদর্শন খ্যাত ডঃ মীরাতুন নাহার (প্রাক্তন অধ্যাপিকা), ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্দ্ধন (প্রাক্তন অধ্যক্ষ), ডঃ উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ) এবং ডঃ মইদুল ইসলাম (প্রাক্তন অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক শারফুদ্দিন মল্লিক। স্বাগত ভাষণ দেন আশি বছর বয়স্ক 'প্রগতি' সম্পাদক মহম্মদ আলি, সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সাহিত্য সম্পাদক শেখ আবদুল মান্নান এবং 'ইদানীং' এর কর্ণধার জয়ন্ত রসিক। অনুষ্ঠানে প্রগতি পত্রিকার ছাপ্পান্নতম (১৯৬২-২০১৭) বর্ষপূর্তি সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত হন বীরভূমের আনোয়ারা বেগম, মুর্শিদাবাদের সিরাজুল ইসলাম, হুগলির সেখ ইবাদুল ইসলাম, বর্ধমানের মনিরা খাতুন, মহেশতলার সারফুদ্দিন মল্লিক প্রমুখ। সম্বর্ধিত ব্যক্তিদের ও বক্তাদের ফুলের তোড়া, উত্তরীয়, প্রচুর মিষ্টি ভরা প্যাকেট ও স্মারক উপঢৌকন প্রদান করা হয়, অনুষ্ঠান শুরু হয় জয়ন্ত রসিক ও সবিতা বেগমের নেতৃত্বে 'ইদানীং' এর সঙ্গীতশিল্পীদের দুটি সঙ্গীতের মাধ্যমে এবং শেষ হয় রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁদের লেখা কবিতার আবৃত্তি পরিবেশনের মাধ্যমে। জয়ন্ত রসিকের ষাট বছরের বেশি বয়স্কদের নিয়ে লেখা কবিতা সকলকে মুগ্ধ করে।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭

পরিচালনায় : মাঙ্গলিকী (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১৫ জানুয়ারি, ২২ও ২৩শে জানুয়ারি ২০১৮

৭ই জানুয়ারি, ২০১৮-প্রতিযোগিতার স্থান- রোটারি হল ৫৫/১ ভূপেন বোস এভিনিউ, (স্টার্লিং হাসপাতালের উপরে) কলকাতা -৭০০০০৪

বিষয়-ভজন

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভজনের কথা ও সুরের জন্য দেখুন www.aamibodh.org-এর Competition বিভাগ

হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে, প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন শান্তনু দাস (৯৮৭৪৫৫৭৫৯৭)

২০শে জানুয়ারি, ২০১৮-প্রতিযোগিতার স্থান-সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১০টা – **বিষয়-আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)**
বিভাগ-ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ- খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ-গ (সর্বসাধারণ), (বয়স-১লা জানুয়ারি ২০১৮-এ)

দুপুর ১২টা- **বিষয়-রবীন্দ্রসঙ্গীত**
বিভাগ-ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ-খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়, (বয়স-১লা জানুয়ারি ২০১৮-এ)
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়-একক রবীন্দ্র নৃত্য,** বিভাগ : সর্বসাধারণ।

বৈকাল ৪টা – **বিষয়-একক সৃজনশীল নৃত্য,** বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৮-প্রতিযোগিতার স্থান-সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১১টা- **বিষয়-বসে আঁকো**
বিভাগ-ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ-খ (৬এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ-গ (৯ এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ-ঘ (১২ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স-১লা জানুয়ারি ২০১৮-এ)
আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫
সুভাষ দাস – ক্যানিং – ৯৭৩২৬৯৭৩৭৩,
মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,
কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১
অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০
মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬
কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০
আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-২৭- ০৩৩ ২৪৭৯৮৫৯১

নিয়মাবলী
প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৮ বৈকাল-৪টায়।

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র-৮১১৬৪৮৭০৪৬

ডার্বি জিতেও বাগান থার্ড বেঞ্চে

অরিঞ্জয় মিত্র

ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর পর মনে হচ্ছিল পারলে বাগানই পারবে। হ্যাঁ, পারা বলতে এখানে আই লিগ ফের ঘরে আনার কথাই হচ্ছে। অথচ তার পরেই টানা দু-দুটি ন্যাচে লাজং ও নবাগত নেরোকার কাছে আটকে গিয়ে একেবারে তৃতীয় স্থানে চলে গেল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। আর তার প্রতিফলনই ঘটল বোধহয় দুটি দৃশ্যের কোলাজে। এক আহত হয়ে দলের নিউক্লিয়াস

সনি নর্ডির মাঠের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া ও ড্রয়ের পর হনহন করে সোজা ড্রেসিরুমে রওনা হওয়া কোচ সঞ্জয় সেনের। আর এই ধরনের পরিস্থিতিতে গতবারের লাস্ট বেঞ্চার মিনার্ভা পাঞ্জাব কিনা এখনও পর্যন্ত আই লিগের টপার। তবে কি দেশে ফুটবল বিকেন্দ্রীরণের হাত ধরে ফের অন্য একটা প্রান্তে শোভা পেতে চলেছে আই লিগ। না, পরের ধাপগুলিতে মেক-আপ দিয়ে বাংলার দুই প্রধান প্রত্যাবর্তন ঘটাবে রাজকীয় মেজাজে। এটা জানার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে নিশ্চিতভাবে। তবে কলকাতা যদি প্রথম পর্ব থেকেই পিছোতে শুরু করে তাহলে আই লিগ কি আদৌ জমবে। এটাই বোধহয় মূল চিন্তার বিষয় সংগঠকদের। কারণ এমনিতেই আইএসএল বৃত্ত থেকে ছিটকে অনেকটাই চাপে আই লিগ।

মোহনবাগান কলকাতার দলগুলির মধ্যে গত ৪-৫ বছর অনেক ধারাবাহিক একথা বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে বারংবার গোচরে এসেছে ফুটবলপাগল পাঠকদের। বিশেষ করে কলকাতার মোহন সমর্থকদের কাছে এই বার্তা অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছে। যে তেজের জন্য, জার্সির ঝলকানির জন্য হারা ম্যাচও বের করে নিত চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল তারা পর্যন্ত এই কবছরে বাগানের থেকে পারফরমেন্সের নিরিখে অনেকটা পিছিয়ে। তা সত্ত্বেও এই পর্বে মাত্র একবার আই লিগ জেতা ছাড়া বাগানের পক্ষে উল্লেখ্যযোগ্য কিছু ঘটেনি। তাই ইস্টবেঙ্গলের থেকে এই ল্যাপে যতই এগিয়ে থাকুক না কেন, সবুজ-মেরুনের ট্রফিহীন থাকা অবশ্যই এক বিড়ম্বনা। কারণ 'ভালো খেলিয়াও ট্রফি অধরা' এই লাইনটা শিরোনামে যাওয়া যে অত্যন্ত হতাশাজনক। আগে ডেম্পো, চার্চিল, স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া, সালগাওকর প্রভৃতি গোয়ার ক্লাবের দাপটে দিনের পর দিন খালি হাত থাকতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানকে। সেই নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় প্রথমদিকে দু-একবার আই লিগ (তখন অবশ্য জাতীয় লিগ) জেতা ছাড়া লাল-হলুদ আর সবুজ মেরুন একেবারে ছিটকে গিয়েছিল ভারতীয় ফুটবলের বৃত্ত থেকে। তার খানিক আগে অবশ্য মূলস্রোতকে সরে গিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মতো একসময়ের বাঘা টিম।

ফুটবলের মক্কা বাংলা নামে থাকলেও একটা বিশাল সময় ধরে ভারতীয় ফুটবলে আধিপত্য মেলে ধরে গোয়া। তার পাশাপাশি মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি দলও সমানে সমানে টক্কর দিতে শুরু করে কলকাতার ঐতিহ্যশালী ক্লাবগুলিকে। এমন যখন পরিস্থিতি তখন ঘুরে দাঁড়াবার অনেক প্রচেষ্টা চালায় কলকাতার তারকা ক্লাবগুলি। কিন্তু কোনওভাবে গোয়ার দাপটের সঙ্গে তারা পেরে উঠছিল না। কালের নিয়মে গত ৪-৫ ধরে ভাঁটা এসেছে গোয়ার ফুটবলে। কিন্তু গোয়ার সূর্য ডুবল মানে কলকাতার গোড়াপত্তন তা কিন্তু হচ্ছে না মোটেই। বরং কলকাতার সাধের আই লিগ, ফেডারেশন কাপ সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ভাগিদার হিসেবে আবির্ভাব ঘটে বেঙ্গালুরু এফসির।

কলকাতার দুই প্রধানের সামনে দিয়ে অভিষেকের মাত্র কিছুদিন পরেই ড্যাং ড্যাং করে আই লিগ নিয়ে ঘরে তোলে বেঙ্গালুরু। একবার মাত্র বেঙ্গালুরুর রথ এর মধ্যে আটকাতে সক্ষম হয়েছিল বাগান। কিন্তু তারপর যেই কে সেই। এর মধ্যে আবার ফুটবলের রঙ্গমঞ্চে আগমন ঘটেছে আইজল এফসির মতো মতো পাহাড়ি দল। এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার মণিপুরের দল নেরোকা ও লাজং এফসিও এসে গিয়েছে ফুটবল রণক্ষেত্রে। ডার্বি জিতে ভালো শুরু করা বাগানের নৌকা গিয়ে পরপর আটকে গেছে পাহাড়ের দুই গিরিখাদ লাজং ও নেরোকায়। দুটি ড্র বাগানকে ঠেলে দিয়েছে তৃতীয় স্থানে। আর সবাইকে ঠেলে সরিয়ে গতবারের দুর্বল টিম পাঞ্জাব মিনার্ভা আই লিগ টেবলে এবার প্রথম স্থানে। ভাবা যায়। ভারতীয় দলের ক্রমোন্নতি ও র‍্যাঙ্কিংয়ে একশোর ওপর উঠে আসার সঙ্গে তাল দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেন ফুটবলের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটতে শুরু করেছে জোরদারভাবে। এটা নিশ্চিতভাবে ভারতের ফুটবলের পক্ষে ইতিবাচক দিক।

বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল (মণিপুর, মিজোরাম, সিকিম, নাগাল্যান্ড ইত্যাদি রাজ্য) উত্তর ভারতের পাঞ্জাব, দিল্লি, কাশ্মীর, পশ্চিমে গোয়া, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কেরালা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে ফুটবলের এহেন প্রসার শুধু ইতিবাচক নয়, নয়া দিগন্তের উন্মোচনও করছে বটে। কিন্তু তার মধ্যে একটা জিনিস অবশ্য ঠিক দেশে যাদের ফুটবল সমর্থন সব থেকে বেশি সেই কলকাতাই যেন পিছিয়ে পড়ছে ক্রমশ। যা মোটেই ভালো চিত্র বহন করছে না। এমনিতে আইএসএল নিয়ে চাপে থাকা কলকাতার ফুটবল তথা গড়ের মাঠের সংস্কৃতি এতে কিছুটা হলেও অবক্ষয়ের দিকে চলে যাচ্ছে। যা মোটেই শহর তথা রাজ্যের তামাম ফুটবল ভক্তের পক্ষে মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়।

পদকজয়ীদের সংবর্ধনা রামপুরহাট পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজস্থানের উদয়পুরে অনুষ্ঠিত প্যারা অলিম্পিকে পদক জিতে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছিলো বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার তিন প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদ – সামিমা খাতুন, রেশ্মিতা মাল এবং সাইনা খাতুন। ২০ই ডিসেম্বর বুধবার রামপুরহাট পুলিশের পক্ষ থেকে প্যারা অলিম্পিকে পদকজয়ী তিন ক্রীড়াবিদ সামিমা খাতুন, রেশ্মিতা মাল এবং সাইনা খাতুনকে সংবর্ধনা দেন এবং তাদের তিনজনের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন এসআই শেখ ইসরাইল।

উপস্থিত ছিলেন কোচ মহম্মদ বদরুজ্জোহা শেখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পদকজয়ী শামিমা খাতুন এবং কোচ মহম্মদ বদরুজ্জোহা শেখকে নিয়ে এর আগে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিলো কলকাতার আলিপুর বার্তায়।

গঙ্গাবক্ষে সাঁতার প্রতিযোগিতা

মলয় সুর : শ্রীরামপুর চাতরা সুইমিং ক্লাবের পরিচালনায় গত রবিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হল ৫৪তম সাঁতার প্রতিযোগিতা। ভদ্রেশ্বর কয়লা ডিপো ঘাট থেকে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। শেষ হয় শ্রীরামপুর চাতরা গৌরচন্দ্র ঘাটে। সাত কিমি দূরত্বের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ১৬ জন প্রতিযোগী। যার মধ্যে ৭ জন মহিলা ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষদের মধ্যে প্রথম হন অপূর্ব সাহা (সময় ১ ঘন্টা ১৬ মিনিট ৭ সেকেন্ড), দ্বিতীয় শুভম দাস (সময় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট ১১ সেকেন্ড), তৃতীয় মৈনাক দে (সময় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট ১৬ সেকেন্ড)। মহিলাদের মধ্যে প্রথম সোয়েতা দাস (সময় ১ ঘন্টা ১৮ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড), দ্বিতীয় অনিন্দিতা মাইতি (সময় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড), তৃতীয় এষা মাঝি (১ ঘন্টা ২১ মিনিট ১৯ সেকেন্ড)। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ঋতজিৎ ঘোষ বলেন, দূরপাল্লার সাঁতারের একমাত্র পীঠস্থান এই ক্লাব। এখান থেকে উঠে এসেছে বহু প্রতিভা সম্পন্ন সাঁতারুরা, যেমন এই ক্লাবের আন্তর্জাতিক সাঁতারু ইলা পাল, বুলা চৌধুরী প্রমুখ।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিনাকী ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামপুর থানার আইসি নন্দদুলাল ঘোষ, ডাঃ পি কে দাস প্রমুখরা। সকালে একই মঞ্চে শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি গরিব দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করেন।

অভিশপ্ত অ্যাথলিট আশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক রঙিন স্বপ্ন সঙ্গী করে সদ্য কৈশোর পা ফেলা দু'জন একসঙ্গে শ্রীলঙ্কার কলম্বো বিমানে যাত্রা করে। একজনের ছিল দ্বিতীয়বার, আর একজনের সেই প্রথম বিদেশ যাত্রা। ২০০৭ সালের নভেম্বরে জুনিয়র সাফ অ্যাথলেটিক্সের আসর বসেছিল শ্রীলঙ্কার কলম্বোয়। ভারতীয় দলে বাংলা থেকে ছিলেন প্রায় পাশাপাশি দুই জেলা নদিয়ার বেথুয়াডহরির দেবশ্রী মজুমদার ও উত্তর চব্বিশ পরগনার মছলন্দপুরে চণ্ডীপুর গ্রামের আশিস মণ্ডল। সেই জুনিয়র সাফ অ্যাথলেটিক্সের ৪ মাস আগে চেক প্রজাতন্ত্রে যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও দেবশ্রী এবং আশিস সুযোগ পেয়েছিলেন ভারতীয় দলে। দেবশ্রী মজুমদার রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে অংশ নিয়েছিলেন এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপসহ একগুচ্ছ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়। তাঁর গলায় উঠেছে বিভিন্ন জায়গার নানা রঙের পদক। এখন তিনি ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স জগতে এক অতি পরিচিত নাম। আরেকজন? যাঁর বড় অ্যাথলিট হওয়ার শৈশব-কৈশোরে সেই স্বপ্ন ভেঙে চৌচির হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। বর্তমানে আশিস হুগলির উত্তর পাড়ায় নির্মীয়মান বহুতল আবাসন তৈরির রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। মাসে ১০-১২ দিনের বেশি কাজ জুটত না। সংসার টানতেই হিমশিম অবস্থা। আশিসের কথায়, ক'দিন আর আধপেটা খেয়ে দৌড়নো যায়। আমার খেলার টাকা দেবেন কোথা থেকে। পাশে কেউ ছিল না। কারও সাহায্য সহযোগিতা পাইনি। তাই বাধ্য হয়েই একদিন ছেড়ে দিতে হল অ্যাথলেটিক্স। তারপর বাধ্য হয়ে নেমে পড়ে সংসারের হাল ধরতে। তাঁরা দু'ভাই ১ বোন। দারিদ্র্যই তাকে ট্র্যাক থেকে

সরিয়ে দিয়েছে। ২০০৮ সালের পর ওঁকে আর ট্র্যাকে দেখা যায়নি। আশিসের এখন ২৯ বছর বয়স। তাঁর বড়ো অ্যাথলেট হওয়ার স্বপ্নের শেষ সেখানেই। ২০০৭ সালে ১৮ বছরের জুনিয়র বিভাগে কলম্বোতে ৪×৪০০ রিলে রেসে ব্রোঞ্চ পদক পায়। ২০০৩ সালে অনূর্দ্ধ ১৪ বছরে স্কুল ন্যাশানালে কলকাতা রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ৪০০-৮০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর ২০০৪-এ অনূর্দ্ধ ১৬ বছরে সল্টলেক সাইতে স্কুল ন্যাশনালে প্রতিটি ইভেন্টে দৌড়ে খেতাব লাভ করেন। তাই দেবশ্রীর সাফল্য আশিসকে কিছুটা খুশি করলেও কষ্ট দেয় বেশি। নিজের মনেই ভেবে চলেন, আমিও তো হতে পারতাম। এখন তাই মছলন্দপুরের চণ্ডীপুরের বাড়ি ছেড়ে কাজের খোঁজে বেরিয়ে ঠাঁই হয়েছে উত্তরপাড়ায়। প্রতি শনিবার কাজের শেষে রাতের ট্রেনে ফিরে যান চণ্ডীপুরের গ্রামের বাড়িতে। রবিবারটা কাটিয়ে সোমবার ভোরের ট্রেনে ফের উত্তরপাড়ায়। ভারতের হারিয়ে যাওয়া এক অ্যাথলেটিক্স প্রতিভা। এক সময় বাণীপুরে রাজ্য সরকারের আম্বেদকর স্পোর্টস স্কুলের ক্যাম্পে অনুশীলন করতেন আশিস। এখন আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই। রাখার চেষ্টাও করেন নি। আশিস বলেন, কী হবে যোগাযোগ রেখে। এমন কী একসময় যাঁর সঙ্গে জুনিয়র ভারতীয় দলে ঢুকেছিলেন সেই দেবশ্রীর সঙ্গেও কোনও যোগাযোগ নেই। এরই পাশাপাশি নিজের জন্য প্রচণ্ড কষ্ট পাই। এই কষ্টটা সারাজীবন আমার সঙ্গী হয়েই থাকবে। আমাদের দেশে এরকমই তো হয়। কত প্রতিভা এভাবে প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে।

ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ শ্রমণার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে বাংলার উঠতি খেলোয়াড় শ্রমণা দে। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্রী শ্রমণা ব্রোঞ্জ জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছে। অথচ মাত্র বছরখানেক আগে ২০১৬ সালে কোন্নগরের মিলন সংঘ ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি শ্রমণার। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। মাত্র দেড় বছরের প্রশিক্ষণেই ২০১৬ সালে শ্রীরামপুরে আয়োজিত জেলাস্তরের আন্তঃ মহকুমাভিত্তিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই ব্রোঞ্জ। ওই বছরই কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো ও কুমিতে সোনা, সারা বাংলা আন্তঃ বিদ্যালয় আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতিতে রূপো (২০১৬ সাল), জাতীয়স্তরে আয়োজিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে রূপো (২০১৬ সাল), জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা (২০১৬ সাল), চলতি বছরেই আন্তঃ ক্লাব ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে কাতা ও কুমিতেতে সোনা, আন্ত ঃ জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতেতে

(২০১৭ সাল), রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো (২০১৭ সাল), জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ক্যারাটে ও কুমিতেতে উভয় বিভাগে সোনা (২০১৭ সাল), কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সদ্য আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা (২০১৭ সাল) ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে শ্রমণার ঝুলিতে। এবার সদ্য আয়োজিত এই রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে দুরন্ত জয়। ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে শ্রমণা। এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের নিরিখে শ্রমণা আগামী বছরে জাতীয়স্তরে আয়োজিত হতে চলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের সুযোগও পেয়েছে।

কোন্নগরের নান্দনিক প্রি প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী শ্রমনা দে কোন্নগরের ধর্মডাঙায় থাকে। পরিবারে রয়েছেন বাবা সন্তোষ দে, মা মৌসুমী দে, ঠাকুমা, কাকীঠাকুমা, জ্যাঠা, জেঠী, ও এক জ্যাঠতুতো দাদা। শ্রমণার প্রিয় বিষয় ইংরাজি ও ইতিহাস। ক্যারাটের পাশাপাশি শ্রমণা সাঁতারেও চৌখস। ক্যারাটেতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগে শ্রমণা সাঁতারে ভর্তি হন। সাঁতার প্রতিযোগিতাতেও জিতেছেন অসংখ্য পদক। ক্যারাটেতে তার আদর্শ কে এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রমণার চটজলদি উত্তর,'' প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার আমার আদর্শ। তাঁর মতো হতে চাই। ভবিষ্যতে ক্যারাটে শিখে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চাই।'' শ্রমণার বাবা সন্তোষবাবু ও মা মৌসুমীদেবীর কথায়, প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা চক্রবর্তীর জন্যই ক্যারাটেতে আজ শ্রমণা এত সফল হতে পেরেছে। প্রিয় নায়কটাইগার শ্রফ ও প্রিয় নায়িকা জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ। শ্রমণা অবসর সময়ে বই পড়তে ভালোবাসে। গোপাল ভাঁড়, ঠাকুমার ঝুলি ও রোমাঞ্চকর বই পড়তে তার ভালো লাগে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

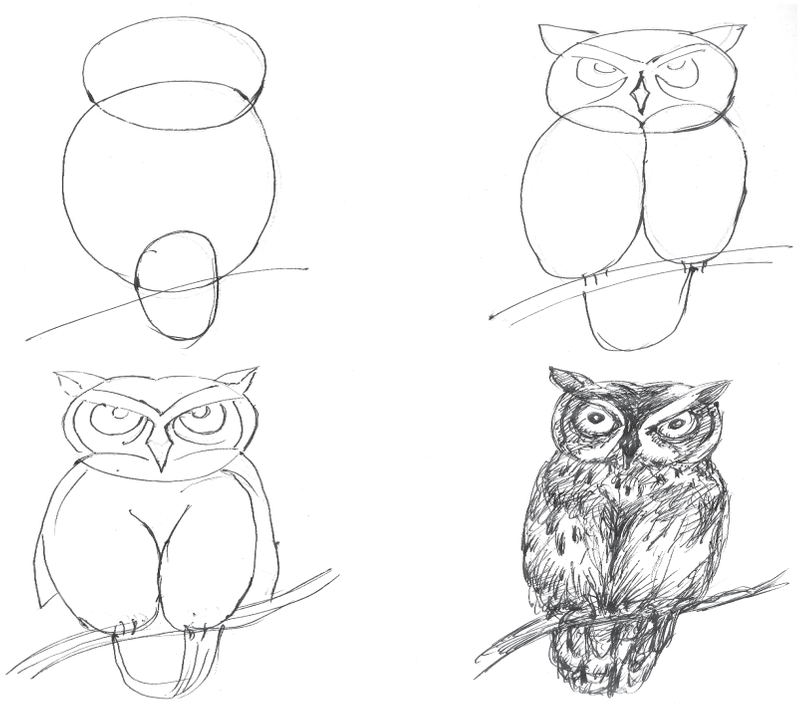

যীশুখৃষ্টের মতন

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

পাদরি সাহেবের ১৬ বছরের ছেলে বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি তো বড় হয়ে গেছি (!), আমি তোমার গাড়িটা নিয়ে বেরোতে পারি?' পাদরি সাহেব বললেন, 'আগে তুমি ৭ দিন নিজের ঘর পরিষ্কার করো, অঙ্কে নম্বর বাড়াও আর ওই হিপি মার্কা লম্বা লম্বা চুলগুলো কাটো!'

১৫ দিন পরে ছেলে বাবাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বলল, 'দেখো বাবা আমি রোজ ঘর পরিষ্কার করছি, অঙ্কে নম্বরও বেড়েছে- তাহলে এখন তোমার গাড়িটা নিয়ে বেরোতে পারি?' পাদরি সাহেব বললেন, 'না, কেননা তুমি এখনও মাথার লম্বা লম্বা চুল কাটোনি!' ছেলে রেগে গিয়ে বাবাকে বলল, 'যীশু খৃষ্টের তো হিপি মার্কা লম্বা লম্বা চুল ছিল।' পাদরি সাহেব জবাব দিলেন, 'একদম ঠিক, সুতরাং যীশু খৃষ্টের মতনই সব জায়গায় হেঁটে হেঁটে যাও, বাবার গাড়িতে নয়!' (অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগৃহীত 'ম্যাজিগ্রাম' ইংরাজি জাদু পত্রিকায় প্রকাশিত জাদুকর রয় জনস্টনের লেখা কৌতুক কণার বাংলা অনুবাদ)।

রোশন শর্মা, দ্বিতীয় শ্রেণি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com